

# **International Islamic University Chittagong**

# **Morality Development Program (MDP)**

Course No-03

# **Third Semester**

(For Muslim Students only)

**Course Code: MDP-2303** 

Course Title: Tajweedul Qur'an: III

(The art of correct recitation of the Qur'an-03)

(Other than Shari'ah)

(For Muslim Students only)

(For Midterm and Final Examination)

# **Prepared by:**

Dr. Md. Ilias Hossain

Associate Professor of Islamic Studied (CGED) International Islamic University Chittagong

Academic Year: Spring & Autumn- 2023

# International Islamic University Chittagong Morality Development Program (MDP)

Course No-3, Semester: 3<sup>rd</sup> (for Muslim Students only)

Course Code: MDP-2303

Course Title: Tajweedul Qur'an: III
Total Classes: 14 Sessions (60 minutes)

## Objectives of the Courses:

- 1. To develop awareness among the students about the importance of correct recitation of the Qur'an
- 2. To give them an idea about the special phonetic system of Arabic in general and that of the Qur'an in particular
- 3. To develop among them the love for reciting the Qur'an and to encourage them to be in touch with the Qur'an regularly
- 4. To help them to offer the prayers with standard recitation of the Holy Qur'an and avoid mistakes in reciting the Qur'an.

#### Course outlines and distribution of the course into sessions

#### **Session: 1**

- A **briefing** on the course and its **importance**
- Selection of a class representative
- **Testing** the students about their knowledge on the *Tajweed* course in the previous semester

#### Session: 2

- Errors (اللحن) in Pronunciation
- Practice and memorization of Surah al Qariy'ah (القارعة) with meaning.

#### Session: 3

- General introduction to Characteristics of Huruf (صفات الحروف) and categories
- Practice and memorization of **Surah al A'diat** (العاديات) with meaning.

## Session: 4

- Characteristics of Huruf with opposites (صفات ذوات الأضداد)
- Practice and memorization of **Surah Jilial (الزلزال**) with meaning.

#### Session: 5

- Characteristics of Huruf without opposites (الصفات التي لا ضد لها)
- Practice & memorization of **Surah al Qodor** (القدر) with meaning.

#### Session: 6

- General definition and categories of The Velarization (الترقيق) and Attenuation (الترقيق)/ (Amplification and thinning)
- Practice and memorization of **Surah at Tin** (التين) with meaning.

#### Session: 7

- The Valorization and Attenuation in the Laam of the name of the Majesty (اللام من لفظ الجلالة)
- Practice and memorization of **Surah Inshirah** (انشراح) with meaning.

## Session: 8

- The ra' and cases of Tafkheem and Tarqeeq
- Practice and memorization of **Surah ad Doha** (الضحى) with meaning.

#### Session: 9

- The Stop (الوقف) and its types
- Practice and memorization of last three verses from **Surah al Hasar** (الحشر) with meaning.

#### Session: 10

- Eid Prayers method (صلاة العيدين)
- Mas'alah and Method of Funeral Prayer (صلاة الجنازة)

#### Session: 11

• Types of Voluntary Prayers (صلاة النطوع)

## Session: 12

Review on the whole syllabus of the course.

#### Session: 13 & 14 – Viva Voce



# International Islamic University Chittagong Kumira, Chittagong- 4318, Bangladesh

MDP-2303, Tajweedul Qur'an: III, (Midterm: Session 1-5)

Prepared by: Dr. Md. Ilias Hossain, Associate Professor of Islamic Studies (CGED), IIUC, [Spring & Autumn-2023]

# Session# 1:

(a) A briefing on the course and its importance (b) Selection of a class representative (3) Testing the students about their knowledge on the *Tajweed* course in the previous semester.

## [01] A brief introduction to the course and its importance:

According to the objectives of the Course:

#### [02] Selection of a Class Representative:

(Practical work)

# [03] Testing the students about their knowledge on the Tajweed course in the previous Semester:

#### [b] The course of MDP for [second semester- New].

**Session #1:** A brief introduction to the course and its importance

**Session # 2:** The **Rules** of Nun Sakinah & Tanween with examples.

**Session #3:** The **Rules** of Meem Sakinah with examples.

**Session # 4:** Application of the rules of Nun Sakinah, Tanween & Meem Sakinah while reciting.

Session # 5: Memorization: Surah Al-Kawthar, Surah Al-Ma` un, Surah Qurahish (with meaning).

Session # 6: Memorization: Surah Al-Fil, Surah Al-Humazah, Surah Al-`Asr (with meaning).

Session # 7: Memorization: Surah At-Takathur & last two Ayats of the Surah Al-Baqarah (with meaning).

Session #8: Introduction to Salah (Prayer) and impact on human life.

Session #9: How to perform Salah Step by step practically.

Session # 10: Rules regarding Salah times.

Session # 11: How to perform Salah al-Witr & learn Duah Al-Qunoot.

Session # 12: Revision on the whole syllabus.

Session # 13: Viva Voce.

Session # 14: Viva Voce.

# Session# 2:

(a) Errors (اللحن) in Pronunciation (b) Practice and memorization of Surah al Qariy'ah (اللحن) with meaning.

# [1] Errors (اللحن) in Pronunciation:

কুরআন সঠিক ভাবে না পড়লে বিশুদ্ধ উচ্চারণ হবে না, যাকে তাজবীদের পরিভাষায় লাহন বা ভুল বলা হয়।

১- <u>লাহন- এর</u> সংজ্ঞা : লাহান শব্দের অর্থ ভুল। পরিভাষায়: তাজবীদের নিয়ম-কানূন লংঘন করে কুরআন পড়াকে লাহন বলে। ২- লাহন- এর প্রকারভেদ -

লাহন দুই প্রকার: ১. (লাহনে জ্বালী বা স্পষ্ট ভুল) ও

২. (লাহনে খফী বা অস্পষ্ট ভুল।)

## ১- লাহনে জ্বালী (স্পষ্ট ভূল):

সংজ্ঞা: কুরআন শরীফকে বিশুদ্ধরূপে পড়ার জন্য অবশ্য পালনীয় নীতির ব্যতিক্রম করাকে লাহনে জ্বালী বলে।

- ১. এক অক্ষরের ছলে অন্য অক্ষর পড়া। যেমন- "کل" এর ছলে "کل" পড়া।
- ২. এক হরকতের ছলে অন্য হরকত পড়া। যেমন- াঁভকেট " এর ছলে " । পড়া।
- ৩. কোন অক্ষর বৃদ্ধি করে পড়া। যেমন- আ আন ভ্রটা এর ছলে فلن حاش لله পড়া।
- 8. কোন অক্ষর কমিয়ে পড়া। যেমন- وقلنا يا آدم এর স্থলে وقلن يا آدم পড়া।
- ৫. সাকিন যুক্ত অক্ষরকে হরকত দিয়ে পড়া। যেমন- الدنيا পড়া।
- ৬. তাশদীদযুক্ত অক্ষরকে বিনা তাশদীদে পড়া। যেমন- ولا تُصَعِرْ -পড়া।
- ৭. কোন অক্ষরকে তার মাখরাজ হতে উচ্চারণ না করা।

## • লাহনে জালীর হুকুম:

লাহনে জ্বালী পড়া হারাম। কারণ এর ফলে অনেক সময় অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় নামাজও নষ্ট হয়ে যায়। লাহনে জ্বালীঃ কুরআন শরীফ সুন্দরভাবে পড়ার জন্য যে সব নিয়ম-নীতি আছে তা লংঘন করে পড়াকে লাহনে জ্বালী বলে। এ ধরণের ভুল পড়লে গোনাহ হয়, সুতারং এগুলো সম্পর্কে জানা ও তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

## ২- লাহনে খফী (অস্পষ্ট ভূল):

সংজ্ঞা: তাজবীদের এমন সাধারণ নিয়ম ব্যতীত পড়া যাতে অর্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়না; কিন্তু শ্রুতিকটু লাগে। লাহনে খফীর হুকুম: এ ধরনের ভুল পড়া মাকরুহ বা অপছন্দনীয়, অনুচিৎ। কারণ এতে কুরআন তিলাওয়াতের মাধূর্য ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়, তবে অর্থের পরিবর্তন ঘটেনা এবং নামাযও নষ্ট হয়না। যেমন: (మা) শব্দের 'লাম' কে মোটা করার ছলে চিকন করে পড়া এবং চিকন করার ছলে মোটা করে পড়া। এ ধরণের ভুল পড়া থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন।

# [2] Practice and memorization of "Surah al Qariy'ah" (القارعة) with meaning:

# 101 Surah al Qariy'ah سورة القارعة

الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْغِهْنِ الْمَنفُوشِ (5) فَأُمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (5) فَأُمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمَّهُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11)

# সূরা: ১০১: (সূরা আল-কারিয়্যাহ) শুর করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করণাময়, অতি দয়ালু।

(১) করাঘাতকারী (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

# Surah # 101: Surah al Qariy'ah

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) Al-Qâri'ah (the striking Hour i.e. the Day of Resurrection), (2) What is the striking (Hour)? (3) And what will make you know what the striking (Hour) is? (4) It is a Day whereon mankind will be like moths scattered about (5) And the mountains will be like carded wool (6) Then as for him whose balance (of good deeds) will be heavy (7) He will live a pleasant life (in Paradise), (8) But as for him whose balance (of good deeds) will be light (9) He will have his home in Hawiyah (pit, i.e. Hell), (10) And what will make you know what it is? (11) (It is) a hot blazing Fire!

# Session #3:

(a) General introduction to Characteristics of Huruf (صفات الحروف) and categories (b) Practice and memorization of Surah al A'diat (العاديات) with meaning.

# [1] General introduction to Characteristics of Huruf (صفات الحروف) and categories:

- □ সিফাত কি?
- 🔲 সিফাতের শাব্দিক অর্থ: গুন, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা ও জাতিগত স্বভাব। সিফাত অর্থ উচ্চারণের বিশেষ অবস্থা বা গুণ।
- □ সিফাতের পারিভাষিক অর্থ: যে সকল গুন, বৈশিষ্ট ও অবস্থা নিয়ে হরফ তার মাখ্রাজ হতে উচ্চারিত হয়, তাকে সিফাত বলে।
- □ যেমন: কোন হরফের উচ্চারণ শক্ত হয়, আবার কোনটার উচ্চারণ নরম হয়। এমনি ভাবে কোন হরফের উচ্চারণের সময় আওয়াজ মোটা হয়, আবার কোনটার উচ্চারণের সময় আওয়াজ চিকন হয়। এ সকল গুনগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই একই মাখ্রাজের একাধিক হরফের মাঝে পার্থক্য সাধিত হয়।

কোনো কোনো আরবি হরফ মোটা স্বরে উচ্চারণ করা হয়। কোনো হরফকে আবার শক্ত করে উচ্চারণ করতে হয়। আবার কোনো হরফ উচ্চারণ করতে হয় চড়ুই পাখির মতো আওয়াজ করে।

বুঝার সুবিধার জন্য উপরে হরফ উচ্চারণের ৩ টি সিফাত (গুন) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ ধরনের ১৭ টি সিফাত রয়েছে।

#### সিফাতের সংখ্যা:

সিফাত প্রথমতঃ ২ প্রকার, যথা: লাজিমাহ (স্থায়ি), আ'রীদি (অস্থায়ি)।

- 🗖 সিফাতের সংখ্যা: সিফাতের সংখ্যার ক্ষেত্রে তাজবীদ বিশারদগণ হতে বিভিন্ন মতামত ও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন:
  - ১ মার্ক্সী ইবনে আবিতালিব (রাঃ) তার "আররেআয়া হ" নামক গ্রন্থে ৪৪টি সিফাতের বর্ণনা পেশ করেছেন। (এটা প্রশিদ্ধ মত নয়।)
  - ২- কারো কারো মতে: সিফাত মোট (১১+৭)=১৮ টি। [নুযহাতুল কারী, লেখক: কারী ইব্রাহীম, আশরাফিয়া লাইব্রেরী। ]
  - ৩- কারো কারো মতে: সিফাত মোট (১৪/ ১৬ টি। [বুরহান ফি তাজবীদুল কুরআন, লেখক: মুহাম্মদ সদেক কামহাবী]।
  - ৪– ইবনুল যাজারী (রাঃ) বলেছেন: অতীব প্রয়োজনীয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিফাতের সংখ্যা ১৭টি। (এটাই প্রশিদ্ধ মত) এই ১৭টি সিফাত আবার দু'ভাগে বিভক্ত। নিন্দো তার বর্ণনা পেশ করা হলো:
  - ৫- কারো কারো মতে সিফাত প্রথমতঃ ২ প্রকার, যথা: (ক) লাজিমাহ বা স্থায়ী: ১০+৭=১৭ টি,(খ) আরীদি বা অস্থায়ী: ১টি। মোট ১৮ টি।
  - ৬- আবার কারো কারো মতে: সিফাত প্রথমতঃ ২ প্রকার, যথা: (ক) লাজিমাহ বা স্থায়ী: ১০+৭=১৭ টি,(খ) আরীদি বা অস্থায়ী: আরেদীর অনেক প্রকার আছে। সূতারং, মোট সর্বোচ্চ ৪৪ প্রকার পর্যন্ত হতে পারে।

#### লাজিমাহ (স্থায়ি):

- (ক) প্রথম ভাগ: পরম্পর বিরোধী বা বিপরীত ধর্মী সিফাত (صفات متضادة) : এ প্রকারের সিফাতের সংখ্যা ১০টি।
- (খ) দ্বিতীয় প্রকার: স্বতন্ত্র সিফাত (غير مصادة) এ প্রকারের সিফাতের সংখ্যা ৭টি (গুন্নাহকে কেউ আরেদী বা অস্থায়ী সিফাত হিসেবে অভিহিত করেছেন, তার পরিবর্তে ক্যুলক্যুলাহকে দ্বিতীয় প্রকার বা স্বতন্ত্র সিফাতের অন্তর্ভক্ত করেছেন।)। আর আরেজীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার থাকলেও মুসলিম ক্ষলারর্সগণ একমত না হওয়ায় সেখানে বিভিন্ন প্রকার আছে----- এটা বলাই উত্তম।

	সিফাতের সংখ্যা										
	লাজিমাহ (স্থায়ি): ৫+৫=১০		আ'রীদি (অস্থায়ি): ১/ বেশী								
পরস্পর বিরোধী: ৫+৫=১০	<b></b>	স্বতন্ত্ৰ সিফাত: ৭/ ৮	ক্বালক্বালাহ (কারো কারো মতে)								
১. জাহ্র (জোরে)	১. হাম্স	(১) সাফির	(ইন্না,লাম্মা) নুনে মীমে তাশদীদ হলে								
২. শিদ্দাহ (শক্ত)	২. রাখাওয়া , ওয়াত তাওয়াস্সুত	(২) গুরাহ:	গুল্লাহ করে <u>পড়তে হয়</u> । যদি গুল্লাহ								
৩. ইম্ভি'লা (পুর)	০. ইম্ভিফাল	(৩) লীন	না করে <u>পড়া</u> হয়, তাহলে নুন মীম ঠিক থাকে কিন্তু গুন্নাহ								
৪. ইন্তিবাক(জিহ্বা তালুর সাথে লাগবে)	৪. ইনফিতাহ	(৪) ইনহিরাফ	ना <u>कतात कातरा</u> উष्टातरात সৌन्पर्य								
<ul> <li>ইয্লাক (জিহ্বা বা ঠোটের কিনারা)</li> </ul>	৫. ইস্মাত	(৫) তাকরীর	नष्ट राय याय।								
-	_	(৬) তাফাশ্শী	তাজবীদের অন্যান্য সাধারণ								
-	-	(৭) ইম্ভিতালাহ্	নিয়ম, যেমন: লাহনে খফী: যা								
-	_	৮.ক্বালক্বালাহ (কারো কারো মতে)	<u>করার</u> <u>কারণে</u> উচ্চারণের সৌন্দর্য নষ্ট								
			হয়ে যায়।								
মোট: ৫	+(=>0	মোট: ৭/ ৮ টি।	মোট: বিভিন্ন রকম।								

## (ক) লাজিমাহ (স্থায়ি):

সিফাতুল লাজিমাহে হরফের শুধুমাত্র ঐ সিফাত গুলো অন্তর্ভুক্ত যা হরফে সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করতে হয়। যেমন: ب একটি হরফ , কুরআন মাজীদ এর যেকোনো জায়গায় এই হরফটি আসুক না কেন:

- ১. এটি উচ্চারণের শেষ পর্যায়ে হাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে না , (জোরে উচ্চারিত হবে)। [জাহ্র হবে , হাম্স হবে না]।
- ২. একে শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে। [শিদ্দাহ হবে, রাখাওয়া হবে না্]
- ৩. একে পুর করে পড়া যাবে না। [ইন্তিফাল হবে, ইন্তি'লা হবে না]
- ৪. একে উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুর সাথে লাগবে না। [ইনফিতাহ্ হবে, ইন্তিবাক হবে না]।
- ৫. একে উচ্চারণের সময় ঠোটের কিনারার উপর নির্ভার করতে হবে। [ইযলাক হবে, ইসমাত হবে না]।

					100 CO 1 [C	,	, ,			
	জাহ্র (জোরে)	হাম্স	শিদ্দাহ (শক্ত)	রাখাওয়া ওয়াত তাওয়াস্সুত	ইম্ভি'লা (পুর)	ইন্তিফাল	ইন্তিবাক (জিহ্বা তালুর সাথে)	ইনফিতাহ	ই্য্লাক (জিহ্বা বা ঠোটের কিনারা)	ইস্মাত
ب	٧	×	٧	×	×	٧	×	٧	٧	×
ت	×	٧	٧	×	×	٧	×	٧	×	٧
ث	×	٧	×	٧	√	×	×	٧	×	٧
ج	√	×	٧	×	×	٧	×	٧	×	٧
ح	×	٧	×	٧	×	٧	×	٧	×	٧
خ	√	×	×	٧	√	×	×	٧	×	٧
	১৯	30	b	২১	٩	২২	8	২৫	৬	২৩
		فحثه شخص سکت	أجد قط بكت	রাখাওয়া: ১৫ বাকীগুলো	خص ضغط <del>قظ</del> + ر لـ(الله) Conditionally		صضطظ		فر من لب	
	বাকীগুলো	ف ش ث س ك ت ت	أجد قط بك ت	তাওাসসূত: & िः: لن عمر	خ ص ض غ ط ق ظ + اَ ر لـ(الله) Conditionally	বাকীগুলো	ص ض طظ	বাকীগুলো	فرم ن ل ب	বাকীগুলো

## (খ) অস্থায়ী সিফাত আ'রীদি:

উপরের ৫ টি সিফাত সিফাতে লাজিমাহ এর অন্তর্ভুক্ত অন্যদিকে ় এর ১ টি সিফাত রয়েছে যা সিফাতে লাজিমার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন: ب সাকিন হলে ় এর সাথে অতিরিক্ত এক ধরনের উচ্চারণ (ক্বাল্ক্বালাহ) হয়। যেমন: لَهُنُ (লাহাব না পড়ে লাহা'ব'' পড়তে হবে) কিন্তু এটি সুধুমাত্র ় সাকিন হলে প্রযোজ্য হবে, এর সাথে জবর/জের/পেশ/তানউইন থাকলে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ এটি স্থায়ী সিফাত নয়, অস্থায়ী সিফাত আ'রীদি এর অন্তর্ভুক্ত।

#### আরিযাহ কাকে বলে?

আরিযাহ উহাকে কে বলে যে হরফের জন্য যে নির্দিষ্ট সিফাত আছে। সেই সিফাত অনুপাতে যদি হরফটিকে আদায় না করা হয়। তাহলে হরফ হরফই থাকে শুধুমাত্র হরফের উচ্চারণের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: (ইন্না,লাম্মা) নুনে মীমে তাশদীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যদি গুন্নাহ না করে পড়া হয়, তাহলে নুন মীম ঠিক থাকে কিন্তু গুন্নাহ না করার কারণে উচ্চারণের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

সিফাতুল লাজিমার প্রকার: সিফাতুল লাজিমাহ আবার ১৭ প্রকার। এই ১৭ প্রকার সিফাতকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- ১. মুতাদ্বাদ্দাহ ( পরস্পর বিরোধি): ৫ জোড়া, মোট ১০ প্রকার,
- ২. গ্রাইরে মুতাদ্বাদ্দাহ। (পরস্পর বিরোধি সিফাত নেই)। মোর্ট ৭ টি, কারো কারো মতে: ৮ টি। (প্রসিদ্ধ হলো ৭টি), এগুলো সবই সিফাতের মূল প্রকার লাযিমার অন্তর্ভক্ত।

# [2] Practice and memorization of Surah al A'diat (العاديات) with meaning:

## 100 - سورة العاديات

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِیَاتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحاً (3) فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِیدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ (8) أَفَلا یَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الْصُدُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (11)

# সূরা: ১০০: (সূরা আল-আদীয়াত: ধাবমান অশ্বসমূহ) শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

(১) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের (২) অত:পর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচছুরক অশ্বসমূহের (৩) অত:পর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অত:পর যারা শক্রদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মন্ত (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে (১০) এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

#### Surah # 100: Surah al A'diat

#### In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) By the (steeds) that run, with panting (breath), (2) Striking sparks of fire (by their hooves) (3) And scouring to the raid at dawn (4) And raise the dust in clouds the while (5) Penetrating forthwith as one into the midst (of the foe); (6) Verily! Man (disbeliever) is ungrateful to his Lord (7) And to that fact he bears witness (by his deeds); (8) And verily, he is violent in the love of wealth (9) Knows he not that when the contents of the graves are brought out and poured forth (all mankind is resurrected), (10) And that which is in the breasts (of men) shall be made known (11) Verily, that Day (i.e. the Day of Resurrection) their Lord will be Well-Acquainted with them (as to their deeds), (and will reward them for their deeds).

# Session# 4:

(a) Characteristics of *Huruf* with opposites (صفات ذوات الأضداد), (b) Practice and memorization of Surah Jiljal (النظرال) with meaning.

# [1] Characteristics of Huruf with opposites (صفات ذوات الأضداد):

(ক) প্রথম ভাগ: পরম্পর বিরোধী বা বিপরীত ধর্মী সিফাত (صفات متضادة) : এ প্রকারের সিফাতের সংখ্যা ১০টি।

#	হয়ত হবে।	অথবা	হবে।
7-5	(১) (الهمس) হাম্স: পাতলা আওয়াজ (শ্বাস জারি)	অথবা	(২) (الجهر) জাহ্র: সবল আওয়াজে (শ্বাস বন্ধ)
	ح، ث، ه، ش، خ، ص، ف، س، ك ३०िछ:		।، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ःगी ८६
	٠,		ع، غ، ق، ل، م، ن، و، ء، ی
	(فحثه شخص سکت)		
৩-8	(১) (الشدة)শিদ্দাহ্: সবলতা,	অথবা	(২) (الرخاوة والتوسط) রাখাওয়াহ্ ওয়াত তাওয়াস্সুত: নরম
	(আওয়াজ বন্ধ)।		ও মধ্যম:
			(আওয়াজ জারি + আওয়াজ বন্ধও নয় আবার জারিও
	৮টি: ت،ك،ت،ق،ط،ب،ك،ت		ا، ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، قا ج+ الا
	(أجد قط بكت)		ص، ض، ظ، غ، ف، و، ه، ی
			+ ل ، ن ، ع ، م ، ر= (لن عمر)
			তাওাসসুত সিফাতের হরফ ৫ টি যেমনঃ
			لن عمر
৫-৬	(৩) । ইম্বি'লা: উন্নতি।	অথবা	(৪) (الاستفال)ইন্তিফাল: পতিত।
	(পুর বা বলিষ্ঠ করে উচ্চারণ, জিব্বা তালুর সাথে		(উলিষ্ঠ নয়, জিব্বা তালু থেকে আলাদা রাখা)
	भिनाता।)		
	خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ:٩١٥٠		ث،ب،ت،ع،ز،م،ن،ی،ج، نآگه۶
	(خص ضغط قظ)		و، د، ح، ر، ف، ه، ء، ذ، س، ل، ش، ك، ا
9-5	(৫) (الانطباق) ইন্তিবাক: যুক্ত করা।	অথবা	(৬) (الانفتاح) ইনফিতাহ্: আলাদা
. •	তে (উ.এ.১) বাত্তবাক: বুজ করা। অত্যধিক পুর বা বলিষ্ঠ করে উচ্চারণ, জিহ্বা তালুর	-1 1 11	<u> </u>
	সাথে যুক্ত কর। সাথে যুক্ত কর।		(জিহ্বা তালু থেকে আলাদা রাখা)
	ص ، ض ، ط. ظ 8ਿੰਹ:		م،ن،ء،خ،ذ،و،ج،د،س،ع ناتا عج
	(صضطظ)		، ت، ف، ز، ك، ١، ح، ق، ل، ه، ش، ر
			، ب ، غ ، ی ، ث
৯-১০	(৭) (الإذلاق) ইয্লাক: কিনারা।	অথবা	(४) (الإصمات ইস্মাত: নিষেধ।
	(জিহ্বা বা ঠোটের কিনারার উপর নির্ভর করা)।		(জিহ্বা বা ঠোটের কিনারার উপর নির্ভর করা নিষেধ)।
	ف، ر، م، ن، ل، ب ناتاه		ج،ز،غ،ش،س،۱،خ،ط،ص :वी७६
	(فر من لب)		، د، ث، ق، ت، ء، ذ، و، ع، ظ، ه، ی
			، ح ، ض ، ك

(খ) **দ্বিতীয় প্রকার: স্বতন্ত্র সিফাত** (غير متضادة): এ প্রকারের সিফাতের সংখ্যা ৭টি (গুন্নাহকে কেউ কেউ আরেজী বা অস্থায়ী সিফাত হিসেবে অভিহিত করেছেন, তার পরিবর্তে কুলকুলাহকে দ্বিতীয় প্রকার বা স্বতন্ত্র সিফাতের অন্তর্ভক্ত করেছেন।)। যথা:

(১) সাফির	(২) ক্বালক্বালাহ	(৩) লীন	(৪) ইনহিরাফ	(৫) তাকরীর	(৬) তাফাশ্শী	(৭) ইম্ভিতালাহ্
(الصفير)	(القلقلة)	(اللين)	(الانحراف)	(التكرير)	(التفشي)	(الاستطالة)

(১) সাফির	(২) গুন্নাহ	(৩) লীন	(৪) ইনহিরাফ	(৫) তাকরীর	(৬) তাফাশ্শী	(৭) ইম্ভিতালাহ্	(৮) ক্বালক্বালাহ
(الصفير)	(عنة)	(اللين)	(الانحراف)	(التكرير)	(التفشي)	(الاستطالة)	(القلقلة)

# [2] Practice and memorization of Surah Jiljal (الزلزال) with meaning:

99- سورة الزلزلة سم الله الرحمن الرحيم

إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَعْمَلْ مِثْقَالَ (5) يَوْمَئِذٍ يَصِدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَه (8) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَه (8)

সূরা: ৯৯: (সূরা আয-যালযালাহ/ সূরা আয-যিলযাল)

## শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয় (৭) অত:পর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

## Sruah #99: Surah Jiljal

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) When the earth is shaken with its (final) earthquake (2) And when the earth throws out its burdens (3) And man will say: "What is the matter with it"? (4) That Day it will declare its information (about all what happened over it of good or evil (5) Because your Lord has inspired it (6) That Day mankind will proceed in scattered groups that they may be shown their deeds (7) So whosoever does good equal to the weight of an atom (or a small ant), shall see it (8) And whosoever does evil equal to the weight of an atom (or a small ant), shall see it.

# Session# 5:

(a) Characteristics of *Huruf* without opposites (الصفات التي لا ضد لها), (b) Practice & memorization of Surah al Qodor (القدر) with meaning.

# [1] Characteristics of Huruf without opposites (الصفات التي لا ضد لها):

(খ) দ্বিতীয় প্রকার: স্বতন্ত্র সিফাত (غير متضادة): এ প্রকারের সিফাতের সংখ্যা ৭টি (গুন্নাহকে কেউ কেউ আরেজী বা অস্থায়ী সিফাত হিসেবে অভিহিত করেছেন, তার পরিবর্তে কুলিকুলাহকে দ্বিতীয় প্রকার বা স্বতন্ত্র সিফাতের অন্তর্ভক্ত করেছেন।)। যথা:

(১) সাফির	(২) ক্বালক্বালাহ	(৩) লীন	(৪) ইনহিরাফ	(৫) তাকরীর	(৬) তাফাশ্শী	(৭) ইম্ভিতালাহ্
(الصفير)	(القلقلة)	(اللين)	(الانحراف)	(التكرير)	(التفشي)	(الاستطالة)

(১) সাফির	(২) গুন্নাহ	(৩) লীন	(৪) ইনহিরাফ	(৫) তাকরীর	(৬) তাফাশ্শী	(৭) ইম্ভিতালাহ্	(৮) ক্বালক্বালাহ
(الصفير)	(عنة)	(اللين)	(الانحراف)	(التكرير)	(التفشي)	(الاستطالة)	(القلقلة)

#	সিফাতের নাম:	সিফাতের অর্থ:	সিফাত/ বৈশিষ্ঠ		সিফাতের অক্ষর।
>	(১) সাফির:	চড়ুই পাখির আওয়াজ	জিহ্বার অগ্রভাগ সানায়া দাঁতের অগ্রভাগের সাথে মিলবে।	9	ز ، س ، ص
2	(২) গুন্নাহ:	গুরাহ	হরফকে উচ্চারণের সময় নাকের মূল থেকে আওয়াজ নির্গত করা।	N	ن ، م
9	(৩) লীন:	ইরম	হরফকে অনায়াসে তার উচ্চারণের ছ্থান হতে উচ্চারন করা।	N	<u>শর্তসাপেক্ষে:</u> (১) <i>৬</i> /১ সাকিন তার পূর্বে জবর (২) ওয়াকফ (থামা) এর অবস্থায়।
8	(৪) ইনহিরাফঃ	ঝুকে পড়া	জিহ্বার কিনারা উপরের দিকে ঝুঁকানো	N	ر ، ل
Ğ	(৫) তাকরীর:	পুনরাবৃত্তি	উচ্চারণের সময় জিহ্বা কম্পিত করা	2	ر
৬	(৬) তাফাশ্শী:	ছড়াইয়া দেওয়া	হরফ উচ্চারণের সময় মুখের ভিতর হাওয়া ছড়াইয়া দেওয়া	~	ش
٩	(৭) ইম্ভিতালাহঃ	বিষ্টৃতি	জিহ্বার প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত করে পড়া।	7	ض
B	(৮) ক্বালক্বালাহ:	কম্পিত	হরফকে সাকিন অবস্থায় উচ্চারণের সময় অতিরিক্ত	¢	শর্তসাপেক্ষে:
		হওয়া	আওয়াজ তৈরি করা। বাংলা বর্ণে হস চিহ্ন(্) না থাকলে যেরূপ হয়।		অবশ্যই সাকিন হতে হবে অন্যথায় ক্বালক্বালাহ হবে না।

#### (القلقلة) ক্রালকু।লাহ:

ক্বালক্বালার সংজ্ঞা: ক্বালক্বালা শব্দের অর্থ: ঝাঁকুনি, কম্পন, প্রতিধ্বনি ইত্যাদি। <u>পারিভাষিক অর্থ:</u> হরফ উচ্চারণকালে তার মাখরাজে ঝাঁকুনি লেগে কম্পন বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হওয়াকে ক্বালক্বালাহ বলে। কোন গোলাকার বস্তু মাটিতে নিক্ষেপ করলে ধাক্কা খেয়ে যেমন সাথে সাথে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে, অনুরূপ ভাবে ক্বালক্বালার হরফগুলো নিজ নিজ মাখরাজে ধাক্কা খেয়ে গম্ভীরম্বরে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে।

\*কালকালাহ করার শর্ত হলো, কালকালার হরফ সাকিন হওয়া।

- কালকালার ৩টি স্তর আছে। যথা:
- क) ক্বালক্বালার হরফ তাশদীদ যুক্ত হলে, এ অবস্থায় তার উপর পাঠবিরতি করলে, পূর্ণাঙ্গরূপে ক্বালক্বালাহ করতে হবে। উদাহরণ: تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَب وَتَبْ، وَجاَءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقْ
- খ) শব্দের শেষে ক্বালক্বালার হরফ সাকিন বা হরকত যুক্ত হলে এর উপর পাঠবিরতি করলে এ অবস্থায় প্রথম স্তরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্বালক্বালাহ করতে হবে। উদাহারণ: فُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لُمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ
- গ) শব্দের মাঝখানে ক্বালক্বালার হরফ সাকিন হলে, অথবা শব্দের শেষে ক্বালক্বালার হরফ সাকিন হলে এবং পাঠবিরতি না করলে এ অবস্থায় क्ষীণভাবে ক্বালক্বালাহ করতে হবে। উদাহারণ: ক) أَذْخُلُوْهَا ، الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ ، لاَ أَفْسِمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ لا ﴾ أَذْخُلُوْهَا ، الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ ، لا أَفْسِمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ لا ﴾ أَذْخُلُوْهَا ، الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ ، لا أَفْسِمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ لا اللَّهُ مِنْ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ لا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّا اللللّ

# [2] Practice & memorization of Surah al Qodor (القدر) with meaning:

<u>97- سورة القدر</u> بسم الله الرحمن الرحب

إِنَّا أَنزَ لْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) بِإِذْنِ رَبِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে (২) শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে (৫) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

#### Sruah #97: Surah Al-Qadr

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) Verily! We have sent it (this Qur'ân) down in the night of Al-Qadr (Decree), (2) And what will make you know what the night of Al-Qadr (Decree) is? (3) The night of Al-Qadr (Decree) is better than a thousand months (i.e. worshipping Allâh in that night is better than worshipping Him a thousand months, i.e. 83 years and 4 months), (4) Therein descend the angels and the Rûh [Jibrael (Gabriel)] by Allâh's Permission with all Decrees (5) Peace! (All that night, there is Peace and Goodness from Allâh to His believing slaves) until the appearance of dawn.

		আর	<u>আ</u> বী অক্ষর ২৯-১		াণ্ডলোর সি চননা আলিফ		_	<u>र</u> ।	
	অক্ষর			বরোধী সিফা				ত্ৰ সিফাতসমূ	<u>হ</u>
#	-	\$	<b>ર</b>	9	8	Ŀ	৬	٩	মোট
>	۶	জাহ্র	শিদ্দাহ	ইস্তিফাল	ইনফিতাহ্	ইস্মাত	-	-	Ğ
2	Ļ	"	"	"	"	ইয্লাক	কুালকুালাহ	-	৬
೦	ت	হাম্স	"	"	"	ইস্মাত	_	_	Ğ
8	ث	"	রাখাওয়া	"	22	"	-	-	œ.
Ğ	<b>E</b>	জাহ্র	শিদ্দাহ	"	22	"	কুালকুালাহ		৬
৬	ح	হাম্স	রাখাওয়া	"	"	"	=	=	¢
9	خ	"	"	ইন্তি'লা	"	"	_	-	Ğ
ß	2	জাহ্র	শিদ্দাহ	ইস্ভিফাল	"	"	ক্বালক্বালাহ	=	৬
۵	ذ	"	রাখাওয়া	"	"	"	-	-	¢
\$0	)	জাহ্র	তাওয়াস্সুত	ইস্তিফাল	ইনফিতাহ্	ইয্লাক	ইনহিরাফ	তাকরীর	9
>>	j	"	রাখাওয়া	"	22	ইস্মাত	সফীর	-	હ
>>	س	হাম্স	"	"	"	"	"	-	৬
20	ش	"	"	"	"	"	তাফাশ্শী	-	৬
<b>\$</b> 8	ص	"	"	ইস্তি'লা	ইন্তিবাক	"	গফীর	-	હ
\$&	ض	জাহ্র	"	"	"	"	ইস্তিতালাহ্	-	હ
১৬	ط	"	শিদ্দাহ	"	"	"	কুালকুালাহ	-	હ
٥٩	ظ	"	রাখাওয়া	"	22	"	-	-	œ.
28	ع	**	তাওয়াস্সুত	ইস্তিফাল	ইনফিতাহ্	"	-	-	œ.
>>	<u>ع</u> غ	**	রাখাওয়া	ইন্তি'লা	"	"	_	-	Ğ
२०	ف	হাম্স	"	ইস্তিফাল	ইনফিতাহ্	ইয্লাক	_	_	Ğ
25	ق	জাহ্র	শিদ্দাহ	ইন্তি'লা	"	ইস্মাত	ক্বালক্বালাহ	-	৬
22	ای	হাম্স	"	ইস্তিফাল	"	"	-	-	Č
२०	ل	জাহ্র	তাওয়াস্সুত	"	"	<u>ইয্লাক</u>	ইনহিরাফ	-	<u>৬</u>
<b>২</b> ৪	م	"	"	"	"	"	"	-	৬
২৫	ن	"	"	"	"		-	-	Ğ
২৬	و	"	রাখাওয়া	"	"	ইস্মাত	লীন	-	৬
২৭	ھ_	হাম্স	"	"	"	"	_	-	Ğ
२४	ي	জাহ্র	"	"	"	"	লীন	-	৬

674				صفات				هروف
جملة الصفات	7	6	5	4	3	2	1	
5	-	-	إصمات	انتكاح	اسكدال	515	جپر	د
6	-	älilä	إذلاق	انفتاح	اسكفال	ئدة	جبر	پ
5		-	إصمك	انفكاح	استعال	515	مس	ث
5			إصمك	انفئاح	استغال	رخاوة	سم	ث
6	-	ilsk	إصمك	انفكاح	استكال	51.5	جهر	٤
5	-	-	إصمك	انفكاح	استقال	رخاوة	هس	۲
5	5	-	إصمك	انفاح	استعلاه	رخاوة	ww	t
6	-	ihi	إصمك	انفتاح	اسكتال	515	جپر	د
5	-	-	إصمك	انفكاح	اسكال	رخاوة	جير	٤
7	نكرير	اتحراف	إذلاق	انفاح	استكال	كوسط	جپر	ر
6	-	صفير	إصمات	انتكاح	اسكال	رخاوة	جپر	ز

جملة الصقات				صقات				
منابع الصفات	7	6	5	4	3	2	1	حروف
6	-	منقير	إصمك	انتكاح	استغال	رخاوة	مس	س
6	-	نَعْسُ	إصمات	انتكاح	استغال	رخاوة	همس	ش
6	-	صفير	إصمات	إطباق	استعلاء	رخاوة	همس	ص
6	-	استطالة	إصمات	إطباق	استعلاء	رخاوة	جير	ض
6	-	ālalā	إصمك	إطباق	استعلاه	ئدة	جهر	la la
5	-	-	إصمات	إطباق	استعلاه	رخاوة	جهر	ظ
5	-	-	إصمات	انفكاح	استغال	ئ <b>ر</b> سط	جير	ع
5	-	-	إصمك	انتكاح	استعلاء	رخاوة	جهر	غ
5	-	-	إذلاق	انتكاح	استغال	رخاوة	مس	ف
6	-	alsk	إصمات	انفكاح	استعلاه	ئدة	جير	ق
5	-	-	إصمك	انتكاح	استغال	ئدة	همس	ىغ
6	-	-	انحراف	إدلاق	استغال	ئوسط	جهر	J
6	-	اتحراف	إذلاق	انتكاح	اسكفال	كوسط	جهر	
5	-	-	إذلاق	انفكاح	استغال	ئ <b>ر</b> سط	جير	ن
5	-	-	إصمات	انتكاح	استغال	رخاوة	همس	
6	-	لین	إصمك	انتكاح	استغال	رخاوة	جهر	و
6	-	لْين	إسمات	اتفكاح	استغال	رخاوة	جپر	ي

\_\_\_\_\_



# International Islamic University Chittagong Kumira, Chittagong- 4318, Bangladesh

MDP-2303, Tajweedul Qur'an: III, (Final Examination: Session 6-12)

Prepared by: Dr. Md. Ilias Hossain, Associate Professor of Islamic Studies (CGED), IIUC, [Spring & Autumn-2023]

# Session# 6:

(a) General definition and categories of The Velarization (الترقيق) and Attenuation (الترقيق)/
(Amplification and thinning), (b) Practice and memorization of Surah at Tin (التين) with meaning.

# [1] General definition and categories of The Velarization (التفخيم) and Attenuation (الترقيق) (Amplification and thinning):

Tafkhem and Targeg: তাফ্খীম ও তার্কীক: التفخيم والترقيق

তাফখীমের শান্দিক অর্থ: পোর বা মোটা করা।

পারিভাষিক অর্থ: হরফ উচ্চারণ কালে আওয়াজ মোটা করে পড়াকে তাফখীম বলে।

**তারকীক শব্দের অর্থ:** বারিক বা চিকন করা।

পারিভাষিক অর্থ: হরফ উচ্চারণ কালে আওয়াজ চিকন ও পাতলা করে পডাকে তারকীক বলে।

তাফ্খীমের হরফ মোট ৭ টি। এগুলোকে একত্রে বলে: خص ضغط قظ, অক্ষর গুলি হল:

غ ق	ظ	ط	ض	ص	خ
-----	---	---	---	---	---

এগুলোকে "حروف الاستعلاء" বা ইম্ভি'লার হরুফ বলা হয়। এই ৭টি হরফ নিজ নিজ মাখ্রাজ হতে মোটা স্বরে উচ্চারিত হয়।

তাফ্খীমের ৭ টি হরফ ব্যতিত বাকিগুলো তার্কীকের হরফ। তিবে, রা (১) আক্ষর ব্যতীত, কেননা একা কোন-কোন সময় মোটা এবং কোন-কোন সময় চিকন ভাবে উচ্চারিত হয়]।

\*\* নিম্নের ৩টি অক্ষর বিশেষ অবস্থায় কখনো তাফখীম হয় আবার কখনো তারকীক হয়। যথা:

১. মাদের হরফ "আলিফ" ২. "الله" শব্দের "লাম" ৩. " "রা"

এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হলো:

# [১] আলিফের বর্ণনা [The rules of Alif]:

আলিফ পড়ার পদ্ধতি ২টি, যথা: (ক) মোটা (খ) চিকন। উদাহরণ:

- قال، ولاالضالين، والزازقين । सार्प्यत হরফ "আলিফের পূর্বে তাফখীমের হরফ হলে আলিফের উচ্চরণ মোটা হবে। যথা: قال
- (খ) চিকন: মাদ্দের হরফ আলিফের পূর্বে তারকীকের হরফ হলে আলিফের উচ্চরণ চিকন হবে। যথা: العَالِمِينَ اذَا جَاء

#### [২] লামের বিবরণ "أحكام اللام " [The rules of Lam]

[১] "لفظ الجلالة বা আল্লাহ শব্দের লাম পড়ার নিয়মাবলী:

- (ক) "ঋ" শব্দের লাম পড়ার নিয়ম দুটি। যথা:
  - পোর বা মোটা করে পড়া।
  - ২. বারিক বা চিকন করে পড়া।
- (খ) "ঋ।" শব্দের লাম মোটা করে পড়ার অবস্থা ৩ টি। যথা:
  - ১. "৯া" শব্দটি আলাদা থাকলে: যেমন: ৯া
- (গ) "الله" আল্লাহ শব্দের লাম চিকন করে পড়ার অবস্থা ১টি। যথা: আল্লাহ শব্দের লামের ডানে (কাস্রাহ্) যের হলে চিকন করে পড়তে হয় যথা: بالله الرحمن الرح
- (घ) الله" আল্লাহ শব্দের লাম চিকন বা মোটা উভয় ভাবে পডার অবস্থা ১টি। যথা:

"اللهم " , " اللهم " , " اللهم " শব্দের লামও "الله " শব্দের লামের নিয়মে মোটা ও চিকন করে পড়া যায় ا

১. "ما و لهم" মাওয়াল্লাহুন্মা" শব্দের লাম চিকন করে পডতে হবে।

### [২] আল্লাহ শব্দ ছাড়া অন্য লাম:

আল্লাহ শব্দ ছাড়া আর যত লাম রয়েছে তার ডানে যে কোন হরকত হোক না কেন সর্বাবস্থায় তা চিকন করে পড়তে হবে। যেমন: وَلَدٌ، فَوْلٌ، مِلْئُ، [ن] "ال" এর "লাম" পড়ার নিয়ম: ২টি। যথা:

- (১) ইযহার (الإظهار ) বা স্পষ্ট করে পড়া।
- (২) ইদগাম (الإدغام) বা সংযুক্ত করে পড়া।

১ – আল্ ইজহার বা স্পষ্ট করে পড়া:

"ال" এর পর যদি ( ابغ حجك و خف عقيمه) এই ১৪টি হরফের কোন ১টি হরফ আসে তাহলে "ال " এর লামকে إظهار বা স্পষ্ট করে পড়তে হবে।

এই "اللام القمرية" আল্ লামুল কামারিয়া বলা হয়। [The Moon Letter]

এই লামকে চিনার উপায় হলো এই লামের উপর সাকিন চিহ্নন থাকবে এবং পরের অক্ষরে তাশ্দীদ থাকবেনা।

الْقَمر، الْعِلم، الْحُوف، الْإيمان، الْيَد :যথা

২ – আল্ ইদগাম বা সংযুক্ত/ মিলিয়ে পড়া:

"ال" এর পর যদি ( ابغ حجك و خف عقيمه ) এই ১৪টি হরফ ছাড়া বাকী কোন ১টি হরফ আসে তাহলে "ال " এর লামকে إدغام বা সংযুক্ত করে পড়তে হবে।

ن	J	ظ	ط	ض	ص	m	س	ز	ر	ذ	د	ث	ت
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

এই "اللام الشمسية " আশ-শামশীয়্যাহ বলা হয়। [The Sun Letter]

এই লামকে চিনার উপায় হলো এই লামের উপর সাকিন চিহ্নন থাকবে না এবং পরের অক্ষরে তাশ্দীদ থাকবে।

যথা: النَّوراه، النَّمر، الدِّين، الرَّحمن، النَّبي

# <u>[৩] "," "রা" এর বর্ণনা : [</u>The rules of Raa]

\_\_\_\_\_ "ু" রা অক্ষরটি পড়ার পদ্ধতি ২টি। যথা: (১) পোর বা মোটা করে পড়া। (২) বারিক বা চিকন করে পড়া।

## <u>৭ অবস্থায় "সু" রা অক্ষরটি মোটা করে পড়া হয়। যথা:</u>

- رَاى كوكبا، رَبك، يسيرًا । বা এর উপর (ফাত্হা) যবর হলে। যথা: ربك، يسيرًا
- "," রা এর উপর (দামাহ্) পেশ হলে। যথা: کفرُوا، رُبما
- يَرْزِق، خَرْدل، قُرْية : রা সাকিন তার ডানে (ফাত্হা) যবর হলে। যথা: يَرْزِق، خَرْدل، قُرْية
- ৪. "ر" রা সাকিন তার ডানে (দমাহ্) পেশ হলে। যথা: مُرْجعون، فاهجُرُهم আনুর্নি । বিশ্বাহ্ । পেশ হলে। বিশ্বাহ
- ৫. ওয়াক্ফ অবস্থায় "ر" রা সাকিন তার ডানে ইয়া "يِ" ব্যাতিত অন্য কোন সাকিন হরফ থাকলে এবং ঐ সাকিন হরফের পূর্বে যবর বা পেশ হলে। যথা: القُدُرُ، الصَّبْرُ، الثَّارُ، الأُمُوْرُ
- أم ارْتابوا، إِنِ ارْتبتم، مَنِ ارْتضى :यशा , রা সাকিন তার পূর্বে (كسرة عارضي) क्षिणञ्चाश्ची रयतः হলে। यथा "ر"
- এ. "ر" রা সাকিন তার ডানে (কাস্রা) যের এবং বামে একই শব্দে ইন্তি'য়ালার: হরফ হলে। যথা: فِرْفَاس، فِرْقة

## <u>৫ অবস্থায় "," রা অক্ষরটি চিকন করে পড়তে হয়। যথা:</u>

- ১. "়" রা এর নীচে (কাস্রা) যের হলে। যথা: رجال، الغارمين، أرنا
- عْرُعة، مِرْية، الفِرْدوس: রা সাকিন তার ডানে যের হলে এবং বামে ইন্তি'য়ালার হরফ না হলে। यथा: ر"
- ৩. ওয়াক্ফ অবস্থায় "ر" "রা" সাকিন তার ডানে ইয়া ব্যাতিত অন্য কোন হরফ সাকিন হলে এবং ঐ সাকিন হরফের ডানে যের হলে। যথা: الذُكْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، الشَّعْرُ، السَّعْرُ
- نذيْرْ، قديْرْ، خيْرْ، الطيْرْ، نكيْرْ : अर्थाक्क जनञ्चार्य "," রা সাকিন, তার ডানে ইয়া সাকিন হলে। यथा: نذ

<sup>ং</sup>পড়ার সুবিধার্থে সাকিনকে সাময়িক কালের জন্য যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, এই যেরকে ক্ষণস্থায়ী যের বলে।

<sup>॰</sup> ইন্তি'য়ালার হরফ ৭টি। যথা:خص ضغط قظ:

৫. "সুরা সাকিন তার ডানে (কাস্রাহ্) যের এবং বামে ভিন্ন শব্দের শুক্ততে ইন্তিলার হরফ হলে। যথা:

أن أنذِرْ قومك، فاصبرْ صبرا جميلا، ولا تصعِرْ خدك للناس

(পরবর্তীতে এগুলো বিভিন্ন সেশনের অধীনে আবার আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে।)

# [2] Practice and memorization of Surah at Tin (التين) with meaning:

95- سورة التين

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالنَّيْنِ وَالْزَّيْثُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ (4) ثُمَّ رَدَذَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ (6) فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (6) فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (8)

## <u>সূরা: ৯৫: (সূরা আত ত্বীন)</u> শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

(১) শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের (২) এবং সিনাই প্রান্তরন্থ তূর পর্বতের (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অত:পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার (৭) অত:পর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে? (৮) আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন?

#### Sruah #95: Surah at Tin

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) By the fig, and the olive (2) By Mount Sinai (3) And by this city of security (Makkah), (4) Verily, We created man of the best stature (mould), (5) Then We reduced him to the lowest of the low (6) Save those who believe (in Islâmic Monotheism) and do righteous deeds, then they shall have a reward without end (Paradise), (7) Then what (or who) causes you (O disbelievers) to deny the Recompense (i.e. Day of Resurrection)? (8) Is not Allâh the Best of judges?

# Session# 7:

(a) The Valorization and Attenuation in the Laam of the name of the Majesty (اللام من لفظ الجلالة), (b) Practice and memorization of Surah Inshirah (انشراح) with meaning.

# [1] The Valorization and Attenuation in the Laam of the name of the Majesty [1] أحكام اللام من لفظ الجلالة): लात्प्रत विवत "أحكام اللام" [The rules of Lam]

[১] " لفظ الجلالة वा जाल्लार भरकत नाम পড়ার निয়মাবनी:

- (ক) "ঋ॥" শব্দের লাম পড়ার নিয়ম দুটি। যথা: (১) পোর বা মোটা করে পড়া। (২) বারিক বা চিকন করে পড়া।
- (খ) "الله" শব্দের লাম মোটা কত্তে পড়ার অবস্থা ৩ টি। যথা:
  - ১. "ঝা" শব্দটি আলাদা থাকলে: যেমন: ঝা
  - قل هوَ الله أحد، أرادَ الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وَالله، تَالله : শব্দের লামের ডানে (ফাত্হা) यবর থাকলে। यथा "الله" الله
  - ৩. "الله শব্দের লামের ডানে (দাম্মাহ) পেশ থাকলে। যথা: فعهٔ الله ,
- (গ) "আ" আল্লাহ শব্দের লাম চিকন কণ্ডে পড়ার অবস্থা ১টি। যথা: আল্লাহ শব্দের লামের ডানে (কাস্রাহ্) যের হলে চিকন কণ্ডে পড়তে হয় যথা:

بسم الله الرحمن الرحيم، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لله ما في السماوات، بالله.

(घ) "الله" আল্লাহ শব্দের লাম চিকন বা মোটা উভয় ভাবে পড়ার অবস্থা ১টি। যথা:

"اللهم " , " اللهم " , " اللهم " , " اللهم " , " اللهم " , " क्किंग लाग्ज लाग्ज लाग्ज निरुत निरुत साठी ও চিকন কওে পড়া যায়। " শব্দের লামও "الله " শব্দের লামের নিয়মে মোটা ও চিকন কওে পড়া যায়।

# [2] Practice and memorization of Surah Inshirah (انشراح) with meaning.

# 94- سورة الشرح

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْ غَبْ (8)

## সূরা: ৯৪: (সূরা ইনশিরাহ/ আশ-শারাহ)

শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

- (১) আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা (৩) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দু:সহ
- (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বন্ধি রয়েছে (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বন্ধি রয়েছে (৭) অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

#### Sruah # 94: Surah Inshirah

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) Have We not opened your breast for you (O Muhammad (Peace be upon him))? (2) And removed from you your burden (3) Which weighed down your back? (4) And raised high your fame? (5) So verily, with the hardship, there is relief (6) Verily, with the hardship, there is relief (i.e. there is one hardship with two reliefs, so one hardship cannot overcome two reliefs), (7) So when you have finished (from your occupation), then stand up for Allâh's worship (i.e. stand up for prayer), (8) And to your Lord (Alone) turn (all your intentions and hopes and) your invocations.

# Session#8:

(a) The ra' and cases of Tafkheem and Tarqeeq (b) Practice and memorization of Surah ad Doha (الضحى) with meaning.

# [1] The ra' and cases of Tafkheem and Tarqeeq:

<u>৩] "১" "রা" এর বর্ণনা : [</u>The rules of Raa]

"," রা অক্ষরটি পড়ার পদ্ধতি ২টি। যথা: (১) পোর বা মোটা করে পড়া। (২) বারিক বা চিকন করে পড়া।

#### ৭ অবস্থায় "," রা অক্ষরটি মোটা করে পড়া হয়। যথা:

- رَاي كوكِيا، رَبِك، يسيرًا । যথা: ","রা এর উপর (ফাতহা) যবর হলে। যথা: يسيرًا ، رَبِك، يسيرًا
- ২. ", "রা এর উপর (দামাহ) পেশ হলে। যথা: کفرُوا، رُبِما
- "ता সাকিন তার ডানে (দমাহ্) পেশ হলে। যথা: را রা সাকিন তার ডানে (দমাহ্) পেশ হলে। বথা: الفُرْقان، القُرْآن، تُرْجعون، فاهجُرْهم
- ৫. ওয়াক্ফ অবস্থায় "ر" রা সাকিন তার ডানে ইয়া "يِ" ব্যাতিত অন্য কোন সাকিন হরফ থাকলে এবং ঐ সাকিন হরফের পূর্বে যবর বা পেশ হলে। যথা: القَدْرُ، الطَّبْرُ، التَّارُ، الأَمُوْرُ

১. "ما ولهم" মাওয়াল্লাহ্ম্মা" শব্দের লাম চিকন করে পড়তে হবে।

- قُم ارْتابوا، إنِ ارْتبتم، مَن ارْتضى :यश राजा प्रांक रात प्रांचे (کسرة عارضی) ज्ञा नांकिन जात शूर्त
- مِوْصاد، قِوْطَاس، فِوْقة :या সাকিন তার ডানে (काস্রা) যের এবং বামে একই শব্দে ইন্তি'য়ালার হরফ হলে। यथा: مِوْصاد، قِوْطَاس، فِوْقة

## ৫ অবস্থায় "¸" রা অক্ষরটি চিকন করে পড়তে হয়। যথা:

- ك. "رجال، الغارمين، أرنا : রা এর নীচে (কাস্রা) যের হলে। যথা: الغارمين، أرنا
- ع. "را" तो সांकिन তांत छात्न एरत राल वर वात्म देखि शालांत रतक ना राल । यथा: شرعة، مِرْية، الفرْدوس
- ৩. ওয়াক্ফ অবস্থায় "ر" "রা" সাকিন তার ডানে ইয়া ব্যাতিত অন্য কোন হরফ সাকিন হলে এবং ঐ সাকিন হরফের ডানে যের হলে। যথা: الذُكُوْء السَّغُوْء الشَّغُوْء السَّغُوْء السَّغُوْء السَّغُو
- 8. अञ्जाक्क व्यवज्ञात्र "ر" ता সाकिन, তात जात जात न देशा प्रांकिन रत्न । यथा: نذيْرُ، قديْرُ، خيْرُ، الطيْرُ، نكيْرُ
- ৫. ","রা সাকিন তার ডানে (কাস্রাহ) যের এবং বামে ভিন্ন শব্দের শুরুতে ইন্তিলার হরফ হলে। যথা:

أن أنذِرْ قومك، فاصبرْ صبرا جميلا، ولا تصعرْ خدك للناس

# [2] Practice and memorization of Surah ad Doha (الضحى) with meaning: 93

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَسَوْفَ قَلَى (3) وَلَلَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (6) وُوجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)

## সূরা: ৯৩: (সূরা আছ-ছোহা) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করণাময়, অতি দয়াল।

(১) শপথ পূর্বাহের (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয় (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয় (৫) আপনার পালনকর্তা সত্ত্বই আপনাকে দান করবেন, অত:পর আপনি সম্ভুষ্ট হবেন (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অত:পর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অত:পর পথপ্রদর্শন করেছেন (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নি:স্ব, অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন (৯) সূত্রাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

#### Sruah # 94: Surah Inshirah

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

(1) By the forenoon (after sun-rise); (2) And by the night when it is still (or darkens); (3) Your Lord (O Muhammad (Peace be upon him)) has neither forsaken you nor hated you (4) And indeed the Hereafter is better for you than the present (life of this world), (5) And verily, your Lord will give you (all i.e. good) so that you shall be well-pleased (6) Did He not find you (O Muhammad (Peace be upon him)) an orphan and gave you a refuge? (7) And He found you unaware (of the Qur'ân, its legal laws, and Prophethood, etc.) and guided you? (8) And He found you poor, and made you rich (selfsufficient with selfcontentment, etc.)? (9) Therefore, treat not the orphan with oppression (10) And repulse not the beggar (11) And proclaim the Grace of your Lord (i.e. the Prophethood and all other Graces).

<sup>্</sup>পড়ার সুবিধার্থে সাকিনকে সাময়িক কালের জন্য যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, এই যেরকে ক্ষণস্থায়ী যের বলে।

<sup>🛮</sup> ইন্তি'য়ালার হরফ ৭টি। যথা:خص ضغط قظ:

# Session# 9:

(a) The Stop (الوقف) and its types (b) Practice and memorization of last three verses from Surah al Hasar (الحشر) with meaning.

# [1] The Stop (الوقف) and its types:

# ওয়াক্ফের বিবরণ। (الوقوف وأقسامها), (Al-Waqf and its various kinds)

ওয়াকফের পরিচয়: "الوقوف" এর বহুবচন, এর শান্দিক অর্থ- থামা, বিরতি গ্রহণ করা।

পারিভাষিক অর্থ: কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কালে <u>ক্ষনিকের জন্য</u> আওয়াজ বন্দ করে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্বাস গ্রহণ করে নেয়াকে ওয়াক্ফ বলে। এ ওয়াকফ আয়াতের শেষে হতে পারে, মাঝেও হতে পারে, কিংবা সূরার শেষেও হতে পারে। ওয়াকফ কখনো শব্দের মাঝে হতে পারেনা। আওয়াজ বন্ধ করে নিশ্বাস না ছেড়ে আবার তেলওয়াত শুরু করাকে সাকতা বলে।

ইবতিদার পরিচয়: الابتداء শব্দের অর্থ: শুরু করা।

পারিভাষিক অর্থ: কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কালে ওয়াকফ ও সাকতার শেষে পুনরায় তেলওয়াত শুরু করাকে ইবতিদা বলে। বস্তুতঃ এটা ওয়াকফের বিপরীত।

#### ওয়াকফ ও ইবতিদার গুরুত্ব:

- সঠিক স্থানে ওয়াকফ না করলে বা অস্পূর্ণ অর্থ বোধক স্থানে ওয়াকফ করলে ইবতিদা না করলে অর্থ বিকৃত হতে পারে।
- ওয়াকফ ও ইবতিদা তাজবিদের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম।

#### ওয়াক্ফের প্রকারভেদ: ওয়াকফ সাধারণতঃ চার প্রকার, যথা:

- ১. **ইদ্বতেরারী:** (اضطراری)
- २. **टॅनरा्ं**शीः (انتظاری)
- ৩. **ইখতেবারী:** (اختباری)
- 8. **ইখতেয়ারী:** (اختيارى)
- (১) <u>ইদ্বতেরারী: (اضطراري):</u> শাব্দিক অর্থ: হঠাৎ, বা তাৎক্ষণিক। পরিভাষায়: শ্বাসকষ্ট, ভুলবশতঃ ছেড়ে দেওয়া, হাই-হাঁচি ইত্যাদি কারণে তেলওয়াতকারী বাধ্য হয়ে যে ওয়াকফ করেন তাকে **ইদ্বতেরারী:** (اضطراري) বলে।
- (২) <u>ইনতেযারী: (انتظاری):</u> শাব্দিক অর্থ: অপেক্ষা। পরিভাষায়: ওয়াকফের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে, কিংবা কুরআনুল কারীমের কোন স্থানে মাকত (বিচ্ছিন্ন), ও মাওসুলের (সংযুক্ত) আছে সে বিধান বর্ণণায় যে ওয়াকফ হয় তাকে **ইনতেযারী:** (انتظاری) বলে।
- (৩) <u>ইখতেবারী: (حتباري):</u> শাব্দিক অর্থ: পরীক্ষা মূলক। পরিভাষায়: ছাত্রকে ওয়াকফের নিয়ম শিখাতে উস্তাদ যে ওয়াক করেন তাকে ইখতেবারী: (حتباري)বলে।
- (8) <u>ইখতেয়ারী: (اختياري):</u> শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছাকৃত। পারিভাষায়: কোন কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃত যে ওয়াকফ করা হয় তাকে <u>ইখতেয়ারী:</u> (ختياري) বলে। এটা বিভিন্ন আলামতের সাথে সম্পৃক্ত।

#### ওয়াক্ফ ইখতেয়ারী: (اختياري) আবার ৪ প্রকার। যথা:

১.ওয়াক্ফে তাম / الوقف التام

২.ওয়াক্ফে কাফী /كافي/

৩.ওয়াক্ফে হাসান /سحا الوقف الحسن

৪.ওয়াক্ফে কাবীহ্/ (অবৈধ ওয়াক্ফ) / الوقف القبيح

- <u>১. ্ওয়াক্ফে তাম (الوقف التام)</u>: এমন বাক্যের শেষে ওয়াক্ফ করা , যার সাথে পরের বাক্যের শব্দগত , অর্থগত এবং প্রাসঙ্গিক কোন সম্পর্ক নেই। যথা: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
- <u>২. ওয়াক্ফে কাফী (الوقف الكافي)</u>: এমন বাক্যের শেষে ওয়াক্ফ করা, যার সাথে পরের বাক্যের অর্থগত ও প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে, তবে শব্দগত কোন সম্পর্ক নেই। যথা: انى جاعل فى الأرض خليفة
- ত.ওয়াক্ফে হাসান (الوقف الحسن): এমন বাক্যের শেষে ওয়াক্ফ করা, যার সাথে পরের বাক্যের শান্দিক ও প্রাসন্ধিক সম্পর্ক রয়েছে, (অর্থগত সম্পর্ক নেই) তবে প্রথম বাক্য পূর্ণ অর্থবোধক কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্য ছাড়া পূর্ণ বোধক হয় না । প্রথম বাক্যের পর আয়াত শেষ হলে থামা যাবে এবং পরের বাক্যের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে না । যথা:

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب

অনুরূপ অবস্থা আয়াতের মাঝে হলেও থামা যাবে, তবে প্রথম বাকের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।যথা:

يخرجون الرسول٥ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

<u>৪.ওয়াক্ফে কাবীহ (অবৈধ ওয়াক্ফ)</u>: এমন অসম্পূর্ণ বক্যে ওয়াক্ফ করা, যা দ্বারা অর্থ বিকৃতি ঘটে, অথবা অর্থ পূর্ণ হয় না। যথা: لاتفربوا الصلاة ওয়াক্ফের বর্ণিত নীতিমালা মেনে চলা তদের পক্ষেই সম্ভব, যারা অর্থ বুঝে এবং গ্রামার জানে। যারা অর্থ বুঝেনা গ্রামার জানে না, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কালে তারা সে সব জায়গায় ওয়াকফ করবে, যে সব যায়গায় ওয়াক্ফ চিহ্নন দেয়া আছে। শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন হলে আয়াতের মবাখানে থামতে পারবে। তবে নিয়মানুযায়ী পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

## যতি চিহ্নে/ বিরাম চিহ্নের ( علامة الوقوف) 7

# [2] Practice and memorization of <u>last three verses from Surah al Hasar</u> (الحشر) with meaning:

<u>59- سورة الحشر</u>

#### {সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত}

(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ اللَّهِ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَاءُ الْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ (23) هُوَ اللَّهُ الْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)

#### সূরা: ৫৯: (সূরা আল হাশর)

- (২২) তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উ<mark>পাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অ</mark>দৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।
- (২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্তি, মাহাত্র্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র।
- (২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

#### Sruah # 59: Surah al Hasar (Last three Ayats: 59: 22-24)

- (22) He is Allâh, than Whom there is Lâ ilâha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the All-Knower of the unseen and the seen (open). He is the Most Beneficent, the Most Merciful.
- (23) He is Allâh than Whom there is Lâ ilâha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the King, the Holy, the One Free from all defects, the Giver of security, the Watcher over His creatures, the All-Mighty, the Compeller, the Supreme. Glory be to Allâh! (High is He) above all that they associate as partners with Him.
- (24) He is Allâh, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms. To Him belong the Best Names. All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

৭ - ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপে কোন যতি চিহ্নের প্রচলন ছিল না বললেই চলে ১৬ শতকের মাঝামঝি সময় এ্যালডাস ম্যানুটিয়াস সর্ব প্রথম ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় যতি চিহ্নের প্রবর্তন করেন। এর বহু শতাব্দী পূর্বে কুরআনের বিশুদ্ধ পঠনের জন্য মুসলিম মনীষীরা উক্ত যতি চিহ্ন প্রবর্তন করেন।

# Session# 10:

(a) Eid Prayers method (صلاة العيدين), (b) Mas'alah and Method of Funeral Prayer (صلاة الجنازة)

# [1] Eid Prayers method (صلاة العيدين):

দু'ঈদের সালাত শরী'আতসম্মত হওয়ার হিক্মতঃ

ঈদের সালাত দীন ইসলামের অন্যতম বাহ্যিক নিদর্শন এবং উন্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে রমযান মাসের সাওম পালন ও আল্লাহর ঘরের হজ আদায়ের মাধ্যমে মহান মালিক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। এছাড়াও ঈদে রয়েছে মুসলিমের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দয়াশীলতা, বহু লোকের সমাবেশ ও আত্মার পবিত্রতার আহ্বান।

#### ঈদের সালাতের হুকুম:

স্টিদের সালাত ফরয়ে কিফায়া, অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে এলাকার সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে <u>(হানাফী মাযহাবে: ওয়াজিব)</u>। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খলিফাগণ এ সালাত সর্বদা আদায় করেছেন। আর সব মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। শরী'আত মুকিম লোকদের জন্য এ সালাত বিধিবদ্ধ করেছেন; মুসাফিরের জন্য নয়।

## ঈদের সালাতের শর্তাবলী:

জুমু'আর সালাতে যেসব শর্ত রয়েছে ঈদের সালাতেও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। তবে ঈদের দুই খুৎবা সুন্নাত এবং এ খুৎবাদ্বয় সালাতের পরে দিতে হয়।

#### ঈদের সালাতের ওয়াক্ত:

প্রতা্বে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদের সালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এ সালাত পড়া যায়। ঈদের দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যদি ঈদের দিন সম্পর্কে জানা যায় তাহলে পরের দিন এ সালাত যথাসময় কাযা করবে।

#### ঈদের সালাতের পদ্ধতি:

স্ট্রদের সালাত দুই রাকাত। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

"ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত দুই রাকাত, দুই রাকাত। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে সে দুই রাকাতই পূর্ণ সালাত; সংক্ষেপ নয়। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে নতুন কিছু রটনা করলো সে বিফল হলো"। ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১০৬৪; আহমদ, ১/৩৭]

এ সালাত খুৎবার আগে পড়তে হয়। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ও আউযুবিল্লাহ এর আগে তিন/ ছয় তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত পড়ার আগে তিন/ পাঁচ তাকবীর বলবে। (হানাফী মাযহাব মতে তিন+তিন= অতিরিক্ত ছয় তাকবীর)।

#### ঈদের সালাত আদায়ের স্থান:

## দু'ঈদের সালাতের সুন্নাতসমূহ:

সালাতের আগে পরে বেশি করে তাকবীর দেওয়া ও দু' ঈদের রাতে উচ্চম্বরে তাকবীর বলা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ وِاْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ)

"আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করো।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উভয় ঈদে তাকবীর দিতেন।

তাছাড়া আরও সুন্নাত হচেছ, যুলহজ মাসের দশ দিন তাকবীর দেওয়া। আল্লাহ তা আলা বলেছেন,

"আর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।" সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৮]

আর আইয়্যামুত তাশরীকের নির্ধারিত তাকবীর সালাতের পরে দিতে হয়। এ তাকবীর ঈদুল আযহার দিনের সাথে নির্দিষ্ট। ইহরাম থেকে মুক্ত ব্যক্তি আরাফাতের দিন ফজর সালাতের পর থেকে আইয়্যামুত তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত এ তাকবীর বলবে।

ঈদের দিনে মুসল্লিগণের জন্য তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত; কিন্তু ইমাম সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে। ঈদগাহে গমনকারী পরিষ্কার-পরিচছন্ন হওয়া ও সন্দর কাপড় পরিধান করা সুন্নাত, তবে মহিলারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবে না।

ঈদের সালাতের সুন্নাতসমূহ: ঈদুল আযহার সালাত আগে আগে পড়া আর ঈদুল ফিতরের সালাত দেরি করে পড়া সুন্নাত। ঈদুল ফিতরের সালাতে যাওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া আর ঈদুল আযহার সালাতের আগে কিছু না খেয়ে কুরবানীর গোশত দিয়ে খাওয়া সুন্নাত।

## ঈদের সালাতে তাকবীর সংখ্যা: ৬ না কি ১২?

#### (১২ তাকবীর উত্তম: ৬ তাকবীর জায়েয)

প্রশ্ন: সহীহ হাদিসের আলোকে কয় তাকবীরে ঈদের সালাত পড়তে হয়? ৬ তাকবীর না কি ১২ তাকবীর? ৬ তাকবীরে ঈদের সালাত পড়ায় এমন ঈমামের পেছনে কি ঈদের সালাত পড়া বৈধ হবে?

উত্তব:

ঈদের তাকবীর কতটি এ মর্মে ওলামাদের মাঝে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হল, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া প্রথম রাকাতে অতিরিক্ত সাত তাকবীর (মতান্তরে ৬ তাকবীর) এবং দ্বিতীয় রাকাতে ১ম রাকআত থেকে উঠার তাকবীর ছাড়া পাঁচ তাকবীর দেয়া অধিক হাদিস সম্মত।

এ ব্যাপারে হাদিসের কিতাবগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

## ☼ তনাধ্যে একটি হাদিস নিমুরূপ:

غَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا . 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে প্রথম রাকআতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন।" (সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: সালাত, অনুচেছদ: দুই ঈদের তাকবীর, হা/১১৪৯, সনদ সহিহ)

## \Delta আরেকটি হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا "

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ঈদুল ফিতরের সালাতের তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাকআতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি এবং উভয় রাকআতেই তাকবীরের পর কিরাত পড়তে হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: দুই ঈদের তাকবীর, হা/১১৫১, সনদ সহিহ) এ মর্মে আরও অনেক হাদিস বিদ্যমান।

- ইরাকী বলেন: এটি অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামদের অভিমত।

#### ৬ তাকবীরে ঈদের সালাত পড়া কি বৈধ?

প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর কিরাতের আগে ৩ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর ৩ তাকবীর। এটি একদল সাহাবী, ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা (রাঃ) ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটি ইমাম সাওরী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অভিমর্জানাইলুল আওতার (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

মোটকথা , ঈদের সালাত ১২ তাকবীরে পড়া হোক অথবা ৬ তাকবীরে উভয়টি সহীহ। তবে ১২ তাকবীরের হাদিস সংখ্যা প্রচুর এবং অধিক শক্তিশালী হওয়া এটি অধিক উত্তম। (যেমনটি শাইখ আলবানী বলেছেন)।

আরেকটি বিষয় হল. এই অতিরিক্ত তাকবীরগুলো সূত্রত; রোকন বা ওয়াজিব নয়।

সুতরাং ইমাম ৬ তাকবীরে ঈদের সালাত পড়ুক অথবা ১২ তাকবীরে পড়ুন সকল অবস্থায় তার পেছনে সালাত পড়া জায়েয। কেবল তাকবীরের সংখ্যাকে কেন্দ্র করে ঈদের মাঠে ঝগড়া-মারামারি করা বা ঈদের মাঠ ভাগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। আল্লাহ্ আলাম।

্ডিত্তর প্রদানেঃ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী, FB/AbdullaahilHadi, দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব]।

# [2] Mas'alah and Method of Funeral Prayer (صلاة الجنازة):

#### জানাজা নামাজের নিয়ম ও দুয়া:

জানাজার নামাজ ফারজে কেফায়া চার তাকবীরের সঙ্গে আদায় করতে হয়।

(ক) জানাজার নামাজের নিয়ত: <u>(আরবী নিয়তের প্রয়োজন নেই, মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে নিয়ত বলে, নিয়ত আবশ্যক, তবে তা</u> মুখে বলতে হবে -এমন কোন সহীহ বিধান নেই। তবে বিষয়টি অন্তব্যে শ্বরণ করতে হবে<u>)।</u>

نَوَيْتُ اَنْ أُؤَدِّىَ شِّهِ تَعَا لَى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلَوةِ الْجَنَا زَةِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَالثَّنَا ءُ شِّهِ تَعَا لَى وَالصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَا ءُلِهَذَا الْمَيَّتِ إقْتِدَتُ بِهَذَا الإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّر يُفَةِ اللَّهُ اَكْبَرُ.

নিয়তের বাংলা উচ্চারন: "নাওয়াইতু আন উয়াদিয়া লিল্লাহে তায়ালা আরবা আ তাকবীরাতে সলাতিল জানাজাতে ফারদুল কেফায়াতে আসসানাউ লিল্লাহি তায়ালা ওয়াসম্লাতু আলান্নাবীয়্যী ওয়াদুয়াউ লেহাযাল মাইয়্যেতে এক্কতেদাইতু বিহাযাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতে আললাহু আকবার।" এখানে নিয়তে 'লেহাযাল মাইযয়্যতে' পুরুষ/ছেলে লাশ হলে পড়তে হবে, আর লাশ নারী/মেয়ে হলে 'লেহাযিহিল মাইয়্যেতে' বলতে হবে।

নিয়ত আরবিতে করতে না পারলে বাংলায় করলেও চলবে: <u>(আরবী নিয়তের প্রয়োজন নেই, মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে নিয়ত বলে,</u> নিয়ত আবশ্যক, তবে তা মুখে বলতে হবে -এমন কোন সহীহ বিধান নেই। তবে বিষয়টি অন্তরে শ্বরণ করতে হবে)। জানাজার নামাজে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও রাসলের ওপর দক্ষদ পাঠ করা হয়। বাংলায় নিয়ত করলে তা বাংলায় বলে অথবা মনে মনে নিয়তে আনলেও চলবে।

- (খ) নিয়তের পর তাকবীরে তাহরিমা অর্থাৎ, আল্লাহু আকবার বলার পর হাত তুলে তারপর অন্যান্য নামাজের মতো হাত বেঁধে নিতে
- (গ) হাত বেধে সানা পড়তে হবে। (অন্যান্য আলেমদের মতে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে হানাফী মাযহাবে সূরা-আল-ফাতিহা

سُبْحًا نَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَا لَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلاَ اللَّه غَيْرُكَ :आतंतिराठ आना

বাংলা উচ্চারন: "সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারা কাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদুকা, ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।"

সানা পড়ার পরে তাকবীর বলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে যেটা সাধারন নামাজে তাশাহুদের পর পড়া হয়।

(ঘ) দর্মদ শরীফ:

للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَا هِيْمَ وَعَلَى اَلِ اِبْرَ اهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَا هِيْمَ وَعَلَى اَلِ اِبْرَا هِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

উচ্চারণ: "আল্লাহুমা সাল্লিআলা মুহামাদি ওয়া আলা আলি মুমাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইরাহিমা ওয়া আলা আলি ইরাহিমা ইরাকা হামিদুমাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহামাদিন ওয়া আলা আলি মুহামাদিন কামা বারাকতা আলা ইরাহিমা ওয়া আলা আলি ইরাহিমা ইরাকা হামীদুমাজীদ।"

দরূদ শরীফ পড়ার পর তৃতীয় তাকবীর বলে জানাজার দোয়া পড়তে হয়।

- (ঙ) জানাজার দোয়া:
  - \*(বালেগ/ বালেগার জন্য)।

ا (١٥٣١) ١١٥٩) (١٥٩١) ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْلُحَيِّنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَا نَا اَللَّهُمَّ مَنْ اَحْيِيْتُهُ مِنَّا فَاَحْدِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْأَيْمَانِ

#### উচ্চারণ:

"আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইযয়্যেনা ওয়া মাইযয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়াইবিনা ও সাগীরিনা ও কাবীরিনা ও যাকারিনা ও উনসানা। আল্লাহুমা মান আহইয়াইতাহু মিন্লা ফাআহয়িহি আলাল ইসলামী ওয়া মান তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্লা ফাতাওয়াফ ফাহু আলাল ঈমান।

• তবে নাবালক ছেলের ক্ষেত্রে জানাজার দোয়া পড়তে হবে.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وْاَجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

উচ্চারন: "আল্লাহুমাজ আল হুলানা ফারতাও ওয়াজ আল হুলানা আজরাও ওয়া যুখরাঁও ওয়াজ আলহুলানা শাফিয়াও ওয়া মশাফফায়ান।"

নাবালিকা মেয়ের ক্ষেত্রে জানাজার দোয়া পড়তে হবে.

উচ্চারন: "আল্লাহুমাজ আলহা লানা ফারতাও ওয়াজ আলহা লানা আজরাও ওয়া যুখরাও ওয়াজ আলহা লানা শাফিয়াও ওয়া মুশাফ ফায়াহ।"

এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডানে এবং বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

যদি কারো নামাজে আসতে দেরী হয়ে যায়. তবে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করতে হবে। সম্ভব হলে চার তাকবীর আদায় করে নিতে হবে, তা যদি সম্ভব না হয়, তবে ইমাম সাহবকে অনুসরণ করে সালাম ফিরিয়ে নিয়ে জানাজা নামাজ সম্পন্ন করবে। জানাজা নামাজ জামাতে আদায় করতে হয় তাই এটি কাজা পড়ার সুযোগ নেই।

এক নজরে জানাজার তাকবীর ও কার্যাবলী:									
১ম তাকবীর	২য় তাকবীর	৩য় তাকবীর	৪র্থ তাকবীর						
হাত বেধে সানা	দরূদ শরীফ পড়তে হবে যেটা সাধারন	তৃতীয় তাকবীর বলে	ডানে এবং বামে সালাম ফিরিয়ে						
পড়তে হবে *	নামাজে তাশাহুদের পর পড়া হয়।	জানাজার দোয়া পড়তে হয়	নামাজ শেষ করতে হবে						

# Session# 11:

Types of Voluntary Prayers (صلاة التطوع)

# Types of Voluntary Prayers (صلاة التطوع) নফল নামাজ:

নফল আরবী শব্দ অর্থ: অতিরিক্ত, বাড়তি, ঐচ্ছিক ইত্যাদি। ফরয সালাত ছাড়া অন্য যে সালাত মানুষ আদায় করে, তাই নফল সালাত। সুন্নাত, নফল, মানদূব ও মুস্তাহাব এসবই সমার্থক। সবগুলো শব্দই কাছাকাছি একই অর্থ বহন করে। নফল সালাত আল্লাহর নিকটবতী হওয়ার একটি বড় মাধ্যম। এর মাধ্যমে হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই আল্লাহর পিয় বান্দা হতে চাইলে ফরজ সালাতের পাশাপাশি নফল সালাত আদায় করা উচিত। এই সালাতগুলে বাড়ীতে পড়া উত্তম'। এবং সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহর রাসূল ুক্রি কুখনও পড়তেন , কখনো ছাড়তেন।(মির্ আত শরহ মিশকাত সালাত্ত্ব যোহা ' অনুচ্ছেদ – ৩৮; ৪/৩৪৪ – ৫৮)

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতেরো রাকাত ফরজ নামাজ, তিন রাকাত ওয়াজিব বিতির নামাজ, চার ওয়াক্তে বারো রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা নামাজ, দুই ওয়াক্তে আট রাকাত সূন্নতে জায়েদা নামাজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ হলো নফল নামাজ। নফল নামাজ বিভিন্ন ধরণের।

#### নফল সালাতের গুরুত্ব:

হাদিসে কুদসিতে আছে: আৰু হুৱাইৱাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা 'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। <u>আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস্ধারা আমার নৈকটা লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা, যা আমি তার উপর ফরষ করেছি। (অর্থাৎ ফর্যের দ্বারা আমার নৈকটা লাভ করে আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকটা লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই।''(সহীহুল বুখারী ৬৫০২)।</u>

#### নফল নামাজের প্রকারভেদ:

নফল নামাজ বিভিন্ন ধরণের; যেমন:

## (১) তাহাজ্জুদ নামাজ:

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সা্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ফরজ নামাজের পর সব নফল নামাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো তাহাজ্জুদ নামাজ তথা রাতের নামাজ।' (মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ)।

আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবি সাল্লাল্লান্থ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বিশেষভাবে রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-'হে চাদর আরত, রাতের সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া।' (সুরা মুজাম্মিল: আয়াত ১-২)।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে এ নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেন। প্রিয়নবির প্রতি কিছু সময় নামাজ পড়ার নির্দেশ ছিল না বরং রাতের কিছু অংশ ছাড়া সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ ছিল।

যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারবেন, তাদের মধ্যে একশ্রেণির মানুষ হলেন তারা, যারা যত্নের সঙ্গে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন। কুরআনের বিভিন্ন সুরায় এ নামাজের প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িসহ সব যুগের ওলি ও বিদ্বানরা তাহাজ্জুদ নামাজে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

## তাহাজ্বদ নামাজের সময়, রাকাআত:

- ু ইশার নামাজ আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া যায়। তবে অর্ধ রাতের পর থেকে। তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া ভালো। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা সর্বোত্তম।
- ু তাহাজ্জুদ নামাজ ২ থেকে ১২ রাকাআত পর্যন্ত পড়া বর্ণনা পাওযা যায়। সর্ব নিম্ন ২ রাকাআত আর সর্বোচ্চ ১২ রাকাআত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ রাকাআত তাহাজ্জ্বদ পড়তেন। তাই ৮ রাকাআত তাহাজ্জ্বদ পড়াই ভালো। তবে এটা পড়া আবশ্যক নয়।

সম্ভব হলে ১২ রাকাআত তাহাজ্জুদ আদায় করা। তবে ৮ রাকাআত আদায় করা উত্তম। সম্ভব না হলে ৪ রাকাআত আদায় করা। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ২ রাকাআত হলেও তাহাজ্জুদ আদায় করা ভালো। তবে তাহাজ্জুদ নামাজের কোনো কাজা নেই।

نَوَيْتُ اَنْ أُصَلِّى رَكَّعَتِي التَّهَجُّدِ اللهُ اَكْبَر اللهُ اَكْبَر بِهِ अाशाब्तुम नाभाराजत निय़ा (अखरत निय़ा , भूरथ नय़) اللهُ اَكْبَر اللهُ اَكْبَر اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

অর্থ : দুই রাকাআত তাহাজ্বদের নিয়ত করছি.. অতঃপর 'আল্লাহ্ন আকবার' বলে নিয়ত বেঁধে নামাজ পড়া।

#### তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নিয়ম:

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই দুই রাকাআত করে এ নামাজ আদায় করতেন। যে কোনো সুরা দিয়েই এ নামাজ পড়া যায়। তবে তিনি লম্বা কেরাতে নামাজ আদায় করতেন। তাই লম্বা কেরাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম।- তাকবিরে তাহরিমা 'আল্লাছ্ আকবার' বলে নিয়ত বাঁধা।- অতঃপর ছানা পড়া।- সুরা ফাতেহা পড়া।- সুরা মিলানো তথা কেরাত পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক লম্বা কেরাত পড়তেন। অতঃপর অন্যান্য নামাজের ন্যায় রুকু, সেজদা আদায় করা। এভাবেই দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করে তাশাহহুদ, দর্মদ ও দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামাজ সম্পন্ন করা।

এভাবে দুই দুই রাকাআত করে ৮ রাকাআত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা উত্তম।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উন্মাহকে যথাযথভাবে রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জ্বদ নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

## (২) ইশরাক নামাজ: সলাতুল ইশরাক:

ক্রজর নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সূর্য উঠার পর এ নামাজ আদায় করতে হয়। কেউ কেউ বলেছেন সূর্য উঠার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর; আবার কেউ কেউ বলেছেন ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর এ নামাজ পড়তে হয়। আর সূর্য এক বর্শা পরিমাণ (দেড় মিটারের মতো) মধ্যাকাশের দিকে উঠা পর্যন্ত এ নামাজের ওয়াক্ত থাকে।

ইশরাক মানে প্রভাত,সকাল, সূর্যোদয়। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে পড়বে, এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকির করবে, এরপর সূর্যোদয় হলে (সূর্যোদয়ের ১৫/২০ মিনিট পর) দুই রাকাত নামাজ পড়বে, তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্ব ও উমরার সওয়াব লেখা হবে।" কথাটি তিনি জোর দিয়ে তিনবার বলেন। (তিরমিষী, হা/৫৮৬; মিশকাত, হা/৯৭১; সনদ হাসান, সিলসিলা সহীহাহ, হা/৩৪০৩)। এই হাদিসে এই নামাজের কোনো নাম বর্ণিত হয়নি। তবে, বিদ্বানগণের নিকট এই নামাজ ইশরাকের নামাজ বা সূর্যোদয়ের নামাজ হিসেবে পরিচিত।

#### (৩) সলাতুদ্ দুহা/ চাশত নামাজঃ

চাশতের নামাজকে হাদীসে<u> 'সলাতুদ্ দুহা' বলা হয়েছে।</u> 'দুহা' শব্দের অর্থ 'প্রভাত সূর্যের ঔজ্জন্য', যা সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। এই নামাজ প্রথম প্রহরের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পড়া হয় বলে একে 'সালাতুদ দুহা' বা 'চাশতের নামার্জ' বলা হয়। নফল নামাজগুলোর মধ্যে চাশতের নামাজ গুরুত্বপূর্ণ একটি। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাজের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময় অনেক নামাজ আদায়কে সুন্নত ও নফল বলেছেন এবং তা আদায়ে পরামর্শ দিয়েছেন।

এমনই একটি নামাজ হলো 'সালতুস চাশত বা চাশতের নামাজ'।

চাশতের নামাজকে হাদীসে 'সলাতুদ্ দুহা' বলা হয়েছে। 'দুহা' শব্দের অর্থ 'প্রভাত সূর্যের ঔজ্জল্য', যা সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়।

এই নামাজ প্রথম প্রহরের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পঙা হয় বলে একে <mark>'সালাতুদ দুহা' বা 'চাশতের নামাজ'</mark> বলা হয়।

নফল নামাজের মধ্যে চাশতের নামাজ গুরুত্বপূর্ণ একটি। প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নামাজ সব সময় পড়েছেন এবং সাহাবাদেরকে নিয়মিত পড়তে উপদেশও দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে.

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر . رواه البخاري 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেনু যা আমি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ছাড়বো না। ১. প্রতি মাসের তিন রোজা, ২. চাশতের নামাজ (সালাতুদ্ দুহা), ৩. এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিতর নামাজ আদায় করা।' (বুখারী, হাদিস : ১১২৪; মুসলিম, হাদিস : ৭২১) বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكُل تحميدةُ صَدَقَة، وكُل تُهليلة صدقة، وكل تكبيرة صُدقَة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى

'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোঙ রয়েছে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোঙের জন্য একটি করে সদাকা করা।' সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কার শক্তি আছে এই কাজ করার?' তিনি (সা.) বললেন, 'মসজিদে কোথাও কারোর থুতু দেখলে তা ঢেকে দাও অথবা রাছায় কোনো ক্ষতিকারক কিছু দেখলে সরিয়ে দাও। তবে এমন কিছু না পেলে, চাশতের দুই রাকাত নামাজই এর জন্য যথেষ্ট।' (আবু দাউদ, হাদীস: ৫২২২)।

উপরোক্ত হাদীসটি মুলত চাশতের নামাজের অপরিসীম গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের কথাই তুলে ধরে। এর থেকে আরো বুঝা যায় যে, চাশতের নামাজ ৩৬০টি সাদাকার সমতুল্য।

চাশতের নামাজের রাকাত সংখ্যা: চাশতের নামাজের সর্বনিম ২ রাকাত পড়া যায়। উপরে ৪, ৮, ১২ রাকাত পর্যন্ত হাদীসে পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের পূর্বে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আলী (রা.) এর বোন উম্মে হানী (রা.) এর গৃহে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ৮ রাকাত পড়েছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে পঙলেও রুকু এবং সিজদায় তিনি পূর্ণ ধীরন্থিরতা বজায় রেখেছিলেন এবং প্রতি দুই রাকাত অন্ত র সালাম ফিরিয়ে ছিলেন। (বুখারী, হাদীস: ২০৭)

হাদিস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু যর (রা.)-কে বলেছেন,

চাশতের নামাযের নিয়ম: চাশতের নামাজ অন্য যেকোনো দুই রাকাত বিশিষ্ট সুন্নত বা নফল নামাজ আদায়ের মতই। কোনো নফল নামাজে যেমন দুই রাকাত পড়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে থাকেন, এখানেও তেমনই। হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমান্ত নাম্নুট্র নামাজ অন্য বেলছেন, এমানে বলেছেন, এমানে বলেছেন, এমানে বলেছেন, এমানে বলেছেন, এমানে বলেছেন, এমানে বলেছেন, বাম্নুট্র নামাজ অনুট্র নামাজ মামাজ মাম

'দিন'ও রাতের নফল নামাজ দুই দুই রাকাত করে।' (তিরমিযি, হাদিস : ৫৯৭; আবু দাউদ , হাদিস : ১২৯৫)

চাশতের নামাজের সময়: চাশতের নামাজের সময়টা আমরা ধরে নিতে পারি সকাল ৯ : ০০ থেকে বেলা ১১ : ০০ পর্যন্ত । সূর্যের তাপ যখন প্রখর হতে শুরু করে তখন এই নামাজ আদায় করা উত্তম। কেননা, নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

'চাশতের নামাজ পড়া হবে যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়।' (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস : ৭৪৮)

বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন দিনের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ, দিনের চার ভাগের একভাগ পার হয় তখন এই নামাজ আদায় করা উত্তম। কাজেই, চাশতের নামাজ বা সালাতুদ্ দুহা আদায় করার উত্তম সময়টি হচ্ছে সূর্যোদয় এবং যোহর নামাযের মধ্যবর্তী সময়টা। (মাজমূ' ফাতাওয়াহ্ লিল ইমাম আন-নাবাউয়ী, ৪/৩৬; আল-মাওসূ'য়াহ্ আল-ফিক্হিয়্যাহ্, ২৭/২২৪

## (৪) আউওয়াবিন নামাজঃ

নফল ইবাদতের মধ্যে নফল নামাজ আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজের বাইরেও কিছু নফল নামাজ রয়েছে। এর অন্যতম হলো- আওয়াবিনের নামাজ।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মাগরিবের ফরজ ও সুত্মত নামাজের পর যে নফল নামাজ পড়া হয়- তাকে আওয়াবিন নামাজ বলে।

এই নামাজের সময় মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাত নামাজের পর কমপক্ষে ৬ রাকাত এবং উর্চ্চের্ব ২০ রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়, ইহাকে সালাতুল আওয়াবীন বলে। আওয়াবিন নামাজের ফজিলত: নবি করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায়ের পর দুই রাকাত করে মোট ছয় রাকাত আওয়াবিনের নামাজ আদায় করল এবং কারো সঙ্গে ফালতু কথায় লিপ্ত হলো না, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ১২ বছরের ইবাদতের সম পরিমাণ সওয়াব দেন। (তিরমিজি)।

আওয়াবিন একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ। হাদিসে 'সালাতুল আওয়াবিন' নামে এই নামাজের উল্লেখ করা হয়েছে। মাগরিবের নামাজের পর আওয়াবিনের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং এশার আগ পর্যন্ত তার সময় বাকি থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদিসে আছে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজি ব্যক্তি যে নামাজ পড়ে একে সালাতুল আওয়াবিন (আওয়াবিনের নামাজ) বলে।' -জামে সগির: ২/৪২৭

হাদিসে আওয়াবিন নামাজের অনেক ফজিলত, মাহাত্ম্য ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহ মাফ হয় এ নামাজের মাধ্যমে।

হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মাগরিবের নামাজের পর যে ব্যক্তি ছয় রাকাত নফল নামাজ পড়বে তার গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।' -মাজমাউজ জাওয়াইদ: ৩৩৮০ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর এ নামাজ পড়বে তার মর্যাদা জান্নাতের উঁচু স্থানে হবে।' -ইতহাফুস সাদাহ: ৩/৩৭১

১২ বছরের ইবাদতের সমান সওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে আওয়াবিন নামাজে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নফল আদায় করে, মাঝখানে কোনো দুনিয়াবি কথা না বলে, তাহলে সেটা ১২ বছরের ইবাদতের সমান গণ্য হবে।'-তিরমিজি: ১/৫৫৯

নিয়মিত আওয়াবিন পড়লে বেহেশতে ঘর তৈরি করা হয়। আম্মাজান হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়বে আল্লাহতায়ালা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর প্রতিষ্ঠিত করবেন (অর্থাৎ সে বেহেশতে যাবে)।' -তিরমিজি: ১/৯৮

বহু হাদিসে নবী করিম এ নামাজের ফজিলতের কথা উল্লেখ করছেন। যেন মানুষ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। আওয়াবিন নামাজ কমপক্ষে ছয় রাকাত এবং সর্বাপেক্ষা বিশ রাকাত নফল নামাজ। ছয় রাকাত পড়ার সুযোগ না হলে মাগরিবের দুই রাকাত সুত্নত মিলিয়ে ছয় রাকাত পড়া যায়। নবী করিম (সা.) কখনও ৬ রাকাত (তিরমিজি) কখনও ৪ রাকাত (নাইলুল আওতার) কখনও ১২ রাকাত (ইতহাফুস সাদাহ: ৩/৩৭১) আবার কখনও ২০ রাকাত (তিরমিজি: ৪৩৫) পড়তেন। তবে ৬ রাকাতই অধিকাংশ সময় পড়তেন।

সাহাবায়ে কেরাম এ নামাজের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। হজরত আনাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় জামাত মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে এ নামাজ আদায় করতেন।'-নাইলুল আওতার: ৩/৫৪।

তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি ও পূর্বসূরী সবাই এর ওপর আমল করেছেন। এখনও অনেকে নিয়মিত এ নামাজ আদায় করেন। এই নামাজ পড়ার পদ্ধতি হলো- দুই দুই রাকাত করে তিন সালামে ছয় রাকাত আদায় করা।

#### বি:দ্র: এনটিভির ইসলামী সাওয়াল জওয়াব থেকে নেয়া:

প্রশ্ন: আমার মা মাগরিবের নামাজের পর আওয়াবিনের ছয় রাকাত নামাজ পড়েন। আমি জানি, কোরআন-হাদিসে এই নামাজের কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু মা আমার কথা শোনেন না। এটি যদি বেদাতের পর্যায়ে যায়, তাহলে কীভাবে মাকে বিরত রাখব?

উত্তর : মাগরিবের নামাজের পরে আওয়াবিনের নাম দিয়ে যে ছয় রাকাত নামাজ পড়া হয়, এটি রাসুলের (সা.) হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। তবে কোরআন ও হাদিসে এর কোনো ভিত্তি নেই, এই বক্তব্য শুদ্ধ নয়। হাদিসে এই নামাজের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু সেটি সনদের দিক থেকে খুবই দুর্বল প্রহণযোগ্য নয়।

সেক্ষেত্রে তিনি নফল নামাজের নিয়ত করে ছয় রাকাত বা আট রাকাত নামাজ পড়তে পারেন, সেটিই উত্তম হবে। সালফে সালেহীনদের আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা মাগরিব এবং এশার ওয়াক্তে নফল নামাজ আদায় করতেন। তাই এই দুই ওয়াক্তে যদি কেউ নফল নামাজ পড়তে চান তাহলে পড়তে পারেন, এটি জায়েজ রয়েছে।

কিন্তু এটি তখনই বেদাত হবে যখন নির্দিষ্ট করে নেওয়া হবে। যিনি মাগরিব এবং এশায় সালাতুল আওয়াবিন নাম দিয়ে ছয় রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবেন তিনি বেদাতের খাতায় নিজের নাম অম্ভূর্ভুক্ত করবেন।

## (৫) তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ:

অজু করার পরপরই এই নামাজ দুই রাকাত পড়তে হয়। ওয়াক্ত মাকরুহ হলে, মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নবী করিম (সা.) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি অজু করে দুই রাকাত নামাজ ইখলাসের সঙ্গে পড়বে, তার বেহেশত লাভ হওয়া অবধারিত।' (মুসলিম ও আবু দাউদ)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি অজু ভাঙার পর অজু করল না, সে আমাকে অবজ্ঞা করল; আর যে ব্যক্তি অজু করার পর দুই রাকাত (নফল) নামাজ পড়ল না, সেও আমাকে অবহেলা করল। (হাদিসে কুদসি)।

## (৬) দুখুলিল মাসজিদের নামাজ:

মসজিদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, বসার আগেই দুই রাকাত দুখুলিল মাসজিদ নামাজ পড়তে হয়। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বসার আগেই তার দুই রাকাত নামাজ পড়া উচিত।' (হাদিস)। তবে যদি মাকরুহ ওয়াক্ত হয়, তাহলে মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হলে পড়বে। এ জন্য বসে অপেক্ষা করতে পারবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি)।

#### (৭) সালাতুস সফর এবং দুখুলিল মানজিল::

#### খুরুজুল মানজিলের নামাজ

বাড়ি থেকে সফরে বের হওয়ার আগে চার রাকাত নফল নামাজ পড়া অতীব বরকতময়। এই নামাজকে সালাতুস সফর বা সফরের নামাজ বলা হয়। সফর থেকে বাড়ি ফিরলে বা সফরে গন্ত ব্যে পৌঁছালে অথবা সফরে কোথাও অবস্থান করলে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে। এই নামাজকে সালাতু দুখুলিল মানজিল বা মঞ্জিলে প্রবেশের নামাজ বলে। একইভাবে বাড়ি থেকে সফরে বের হওয়ার সময় কিংবা সফর থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় বা সফরের মাঝে অবস্থান থেকে রওনা দেওয়ার সময় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়। এই নামাজকে সালাতুল খুক্লজিল মানজিল বা মঞ্জিল থেকে প্রত্যাবর্তনের নামাজ বলে। (তান্বিহুল গাফিলিন)।

#### (৮) সালাতুল হাজাত:

সালাতুল হাজাত প্রসঙ্গটি বুখারি, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাতসহ বহু হাদিস গ্রন্থে রয়েছে। পাক-পবিত্র হয়ে দোয়া, ইশ্গিফার ও কয়েকবার দরুদ শরিফ পড়ে একাণ্রতার সঙ্গে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে হবে। নামাজ শেষে ১১ বার 'ইয়া কাজিয়াল হাজাত' (হে প্রয়োজন পূর্ণকারী) পড়বে এবং আরও কয়েকবার দরুদ শরিফ পড়ে ভক্তি ও মহব্বতের সঙ্গে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করতে হবে। ইনশা আল্লাহ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

#### (৯) সালাতু কাজায়িদ দাঈন বা ঋণ পরিশোধের নামাজ:

হজরত আবু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার ঋণ আছে; কিন্তু তা পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি দুই রাকাত করে চার রাকাত নামাজ আদায় করো; ইনশা আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>- https://barta24.com/details/islam/109630/blessings-prayers-awabin

#### (১০) সালাতুস শোকর:

মনের কোনো আশা বা ইচ্ছা পূর্ণ হলে অথবা কোনো বিপদাপদ বা বালা-মুসিবত দূর হলে এবং আল্লাহর তরফ থেকে কোনো নিয়ামত্প্রাপ্ত হলে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করতে হয়। একে সালাতুস শোকর বা কৃতজ্ঞতার নামাজ বলে।

#### (১১) সালাতুল মাতার:

হজরত আরু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আকাশে মেঘ দেখে যদি কোনো ব্যক্তি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে; আল্লাহ তাকে বৃষ্টির প্রতি ফোঁটায় ১০টি করে নেকি দান করবেন। বৃষ্টির পানিতে গাছপালায় ও তৃণলতায় যত পাতা গজাবে প্রতি পাতার বিনিময়ে তাকে আরও ১০টি করে নেকি দেওয়া হবে।

### (১২) ইম্ভিসকা/ইম্ভিক্ষার নামাজ:

অনাবৃষ্টি ও পানি স্বল্পতার সময় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে সালাত আদায়)

### ইন্ডিসকাার নামাজ শরীয়তভুক্ত হওয়ার দলিল:

ইন্তিকার নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকার নামাজ আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের মাঠের দিকে বের হয়ে গেলেন, অতঃপর আল্লাহর কাছে পানি তলব করলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন। তাঁর চাদর উল্টিয়ে পরলেন এবং দু রাকাত নামাজ আদায় করলেন।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)।

#### ইন্ডিক্ষার নামাজের সময়:

যখন জমিন শুকিয়ে যায় অথবা অনাবৃষ্টি শুরু হয় অথবা কূপ ও ঝর্নার পানি কমে যায় অথবা নদী শুকিয়ে যায় তখন সূর্যোদয়ের পর বিশ মিনিটের মতো সময় অতিবাহিত হলে ইন্থিন্ধার নামাজ পড়তে হয়, ঈদের নামাজের সময়ের মতোই।

#### ইন্তিক্ষার নামাজের জায়গাঃ

ইন্তিন্ধার নামাজ মসজিদে নয় বরং নামাজের মাঠে আদায় করা সুন্নত; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপই করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় মসজিদেও পড়া যাবে।

## ইন্তিক্<u>ষার নামাজের বর্ণনা</u>ঃ

- ১. ইণ্ডিষ্কার নামাজ দু রাকাত। আযান ইকামতবিহীন প্রকাশ্য কিরাআতে উক্ত নামাজ আদায় করতে হয়।
- ২. মুসল্লী প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমার পর সাতবার তাকবীর দেবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ বার তাকবীর দেবে।
- ৩. প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাবে এবং তাকবীরগুলোর মাঝে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দর্মদ পডবে।
- 8. নামাজের পর ইমাম খুতবা দিবেন। খুতবায় বেশী বেশী ইন্তেগফার ও কুরআন তিলাওয়াত করবেন। অতঃপর দুগ্ধহাত উঠিয়ে মিনতির সঙ্গে দুআ করবেন এবং হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো বেশী পড়বেন।
- ৫. অতঃপর ইমাম কিবলামুখী হয়ে তার চাদর উল্টিয়ে পরবেন, ডান দিকের অংশ বাম দিকে এবং বাম দিকের অংশ ডান দিকে দিবেন, সাথে সাথে চুপে চুপে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবেন।

## ইন্তিষ্কার নামাজের কিছু আহকাম:

- ১. ইন্ডিন্ধার নামাজের পূর্বে ওয়াজ নসীহত করা, মানুষের হৃদয় গলে এমন কথা বার্তা বলা, যেমন গুনাহ থেকে তাওবা করার গুরুত্ব তুলে ধরা। জুলুম অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নেয়া সম্পদ তার হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা; কেননা মানুষের পাপ-গুনাহের কারণেই বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়। আর তাওবা ইন্ডিগফার ও তাকওয়া অর্জন দুআ কবুল হওয়া এবং খায়ের ও বরকত লাভের কারণ। অনুরূপভাবে মানুষদেরকে এ উপলক্ষে দান খয়রাতের ব্যাপারেও উৎসাহ দেয়া; কেননা দান খয়রাত আল্লাহর রহমত আকৃষ্ট করার কারণ।
- ২. ইন্তিক্ষার নামাজের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন ঠিক করা, যাতে মানুষ ওই দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় থাকে। ইন্তিক্ষার নামাজে খুণ্ড-খুজু, বিনয়- ন্মতার সাথে গমন করা সুন্নত। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে বান্দার সকল হাজত-প্রয়োজন পূরণ করেন এ মনোভাবও অন্তরে জাগ্রাত রাখা উচিত। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিক্ষার নামাজের জন্য বের হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনাড়ম্বরভাবে, বিনয়-ন্মতা ও আকুতিসহ বের হয়ে নামাজের মাঠে উপস্থিত হয়েছেন। (আবু দাউদ)।
- ৩. ইম্ভিন্ধার খুতবায় হাত উঠিয়ে বেশি বেশি দুআ ও ইম্ভিগফার করা।

#### বৃষ্টিপাত হলে যা করা মুম্ভাহাব:

বৃষ্টিপাতের শুরুতে বৃষ্টিতে নামা ও ভেজা মন্তাহাব; হাদীসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাছ আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকা অবস্থায় আমাদেরকে বৃষ্টি পেয়ে বসল। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাপড় গুটালেন। তিনি বৃষ্টিতে ভিজলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেন, কেননা এ বৃষ্টি তার রবের পক্ষ থেকে নতুন এসেছে। (মুসলিম)।

#### বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা:

্রকজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার ফলেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যারা বলে যে অমুক গ্রাহের কারণে বৃষ্টি হয়েছে তাদের কথা ভুল, এটা বরং শিরক।

## (১৩) ইম্ভেখারার নামাজ:

ইন্তেখারার নামাজ ও নিয়ম: নতুন কোনো কাজ শুরু করার আগে ইন্তেখারা করতে হয়। এ জন্য কল্যাণ কামনায় ইঙ্গিত পেতে ইন্তেখারা নামাজ পড়া আবশ্যক। আরবি ইন্তেখারার অর্থ হলো- কল্যাণ প্রার্থনা করা বা এমন কিছু প্রার্থনা করা যাতে কল্যাণ রয়েছে। তাই কাজটি কল্যাণ হবে কিনা ইশারা-ইঙ্গিত পেতে ইন্তেখারার নিয়তে দুই রাকাআত নামাজ ও দোয়া পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিশেষ প্রার্থনাই হলো ইন্তেখারা।

## ইন্তেখারা করার হুকুম কী?

ইন্তেখারা করা সুন্নাত। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বসহকারে ইন্তেখারা করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে: হজরত জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যেভাবে কুরআনের সুরা শেখাতেন; ঠিক সেভাবে (গুরুত্বের সঙ্গে) প্রতিটি কাজের আগে আমাদের ইন্তেখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করার শিক্ষা দিতেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেখারা সম্পর্কে বলেন, 'ওই ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে না; যে আল্লাহর কাছে ইন্তেখারা বা কল্যাণ কামনা করে, মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার উপর অটল-অবিচল থাকে; কেননা আল্লাহ তাআলা পরামর্শের আলোকে কাজ করার কথা বলেছেন এভাবে:

'আর তুমি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে পরামর্শ কর। এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করে (সিদ্ধান্তে অটল থাক)। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার ওপর) ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সুরা আল-ইমরান: আয়াত ১৫৯)।

হজরত কাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার সম্ভুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে পরামর্শ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সব চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফিক দেন।'

#### ইন্তেখারা কখন করতে হয়?

ইসলামের নির্দেশনা হলো যে কোনো নতুন কাজ শুরুকরার আগে ইন্তেখারা করে নেওয়া। আর কোনো করতে গিয়ে যদি কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়; তবে সঠিক সিদ্ধান্ড নিতে ইন্তেখারা করার বিকল্প নেই। সুন্নাতের অনুসরণে ইন্তেখারা করলে মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। তাই নতুন যে কোনো কাজ কিংবা কাজের সঠিক সিদ্ধান্ত পেতে ইন্তেখারা কীভাবে করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি। সুতরাং বিয়ে-শাদী, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিদেশ-সফরের বিষয়ে ইন্তেখারা করতে হয়।

#### ইন্তেখারা করার নিয়ম

-যেহেতু ইন্তেখারা করা সুন্নাত। আর ইন্তেখারা মানুষের জন্য অনেক কল্যাণের। সেহেতু ইন্তেখারা করার জন্য উত্তম হলো-

- ১. নামাজের শুরুতে ভালোভাবে ওজু করে নেওয়া।
- ২. ইল্পেখারার উদ্দেশ্যে দুই রাকাআত নামাজ পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে সুরা ফাতেহার পরে যে কোন সুরা পড়া যায়।
- ৩. নামাজের সালাম ফেরানোর পর আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মর্যাদার কথা মনে করে একান্ড বিনয় ও আন্ড্রিকতার সঙ্গে দোয়া পড়া। হাদিসে এসেছে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরজ নামাজ ছাড়া দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে নেয়। এরপর (এই) বলে (দোয়া করে):

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِّيمِ فَأَنِّكَ تَقْدِرٌ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَغْذَمُ وَٱلْأَنَّ عَلَامٌ الْعُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي الأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنْ وَاصْرِفْهُ عَنْ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

উচ্চারণ: 'আল্লাহুমা ইন্নি আসতাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজিমি ফাইন্নার্কা তাকদিরুওয়া লা আকদিরুওয়া তালামু ওয়া লা আলামু ওয়া আংতা আল্লামুলগুয়ুব; আল্লাহুমা ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা (এখানে নিজের ইচ্ছা, কাজ বা পরিকল্পনার কথা বলা) খাইরুন লি ফি দ্বীনি ওয়া মায়িশাতি ওয়া আক্বিবাতি আমরি ফি আঝিলি আমরি ফি আঝেলে আমরি ওয়া আঝেলিহি ফাইয়াসসিরহু লি ছুমা বারিক লি ফিহি ওয়া ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা (এখানে নিজের ইচ্ছা, কাজ বা পরিকল্পনার কথা বলা) শাররুন লি ফি দ্বীনি ওয়া মায়িশাতি ওয়া আক্বিবাতি আমরি ফি আঝেলে আমরি ওয়া আঝেলিহি ফাসরিফহু আন্নি ওয়াসরিফনি আনহু ওয়াকুদুরলিয়াল খাইরা হাইছু কানা ছুমা আরদিনি বিহি।' (এখানেও নিজের ইচ্ছা, কাজ বা পরিকল্পনার কথা বলা)।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্য চাইছি, তোমার শক্তির সাহায্য চাইছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ চাইছি। তুমিই শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমার কোনো জ্ঞান নেই। তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও সম্যকভাবে জানো। হে আল্লাহ! তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামের দিক থেকে অথবা আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ভালো মনে কর; তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও।' (বুখারি)।

#### ইন্তেখারার জন্য রয়েছে কিছু করণীয়:

- ১. ছোট-বড় সব বিষয়ে ইল্পেখারা করার অভ্যাস গড়ে তোলা সুন্নাতি আমল।
- ২. ইন্তেখারার বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ আপনাকে যে কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন তাতেই আপনার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই একান্ত মনোযোগ সহকারে ছির চিত্তে এবং আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্বের কথা শরণ করে তার কাছে দোয়া করা।
- ৩. ইন্তেখারা তাড়াহুড়া না করা।
- ৪. যেসব সময়ে সাধারণ নফল নামাজ পড়া নিষিদ্ধ; সে সময়ে ইল্পেখারার নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকা।
- ৫. নারীদের ঋতুস্রাব (মাসিক) কিংবা সম্ভান প্রসব জনিত রক্ত প্রবাহের (নেফাসের) সময় ইন্তেখারার নামাজ পড়া থকে বিরত থাকা। এ সময় নারীদের ইন্তেখারার প্রয়োজন হলে ভালোভাবে ওজু করে ইন্তেখারার নিয়তে শুধু দোয়া পড়া।
- ৬. ইল্পেখারার দোয়া মুখছ না থাকলে দেখে দেখে পড়া। তবে মুখছ পড়া ভালো।
- ৭. ইস্তেখারা করার পর নির্ধারিত বিষয়ের ওপর স্বপ্ন দেখা আবশ্যক নয়। স্বপ্নের মাধ্যমেও সঠিক জিনিসটি যেমন জানার সুযোগ আছে আবার নির্ধারিত বিষয়টির প্রতি মনের ঝোঁক বা আগ্রহও ইস্তেখারা বা কল্যাণের ইঙ্গিত।
- ৮. নির্ধারিত কাজের প্রতি মনের আগ্রহ বা ঝোঁক বেড়ে গেলে ইস্তেখারার ইঙ্গিত হিসেবে মেনে নিয়ে পরামর্শের আলোকে দৃঢ়ভাবে কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

- ৯. ইন্তেখারার নিয়তে নামাজ পডার পরও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে একাধিকবার ইল্পেখারার নিয়তে নামাজ পডাও বৈধ।
- ১০. ইস্ভেখারার নিয়তে নামাজ পড়ার পড় হাদিসে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী দোয়া পড়া। তাতে কোনো শব্দ বাড়ানো বা কমানোর ব্যাপারে সতর্ক
- ১১. ইস্তেখারার নিয়তে নামাজ ও দোয়ার পাশাপাশি কংক্ষিত বিষয়টি নিয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সৎ ও বিশ্বন্ত ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করাও উত্তম।
- ১২. যার কাজ তাকেই ইন্তেখারার নামাজ ও দোয়া পড়তে হবে। একজনের পক্ষে অন্যজন ইন্তেখারার নামাজ ও দোয়া করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহ যথাযথভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইন্তেখারার নিয়তে নামাজ ও দোয়া পড়ার তাওফিক দান করুন। কুরআন-সুন্নাহর আমল অনুযায়ী নতুন কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

#### (১৪) সালাত্তত তাসবিহ:

সালাত্বত তাসবিহ নামাজের নিয়ম: নফল নামাজগুলোর মধ্যে সালাত্বতু তাসবিহ অন্যতম। সালাত্বতু তাসবিহের নামাজের ফজিলতের মধ্যে অন্যতম হলো- বিগত জীবনের গোনাহ মাফ হওয়া ও বিপুল সাওয়াব লাভ। এ নামাজের ব্যাপারে হাদিসের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সালাত্বত তাসবিহের নামাজের প্রত্যেক রাকাআতে ৭৫ বার তাসবিহ আদায়ের মাধ্যমে ৪ রাকাতে মোট ৩০০ বার তাসবিহ পড়তে হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) আব্বাস ইবনে আব্দিল মুন্তালিব (রা.)-কে বলেছেন, হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না? আমি কি আপনাকে প্রদান করব না?...আপনি চার রাকাত নামাজ পড়বেন। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা ও অন্য একটি সুরা পড়বেন। প্রথম রাকাতে যখন কিরাত পড়া শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন:

سُبْحاَنَ الله وَ الْحَمدُ للهِ وَ لاَّ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَ اللهُ أَكْبِرُ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার।

এরপর রুকুতে যাবেন এবং রুকু অবছায় দোয়াটি ১০ বার পড়বেন। এরপর রুকু থেকে মাথা উঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদায় যাবেন। সিজদারত অবস্থায় ১০ বার পডবেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন অতঃপর ১০ বার পডবেন। এরপর আবার সিজদায় যাবেন এবং সিজদারত অবছায় ১০ বার পড়বেন। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন এবং ১০ বার পড়বেন। এ হলো প্রতি রাকাতে ৭৫ বার। আপনি চার রাকাতেই অনুরূপ করবেন।

যদি আপনি প্রতিদিন আমল করতে পারেন, তবে তা করুন। আর যদি না পারেন, তবে প্রতি জুমাবারে একবার। যদি প্রতি জুমাবারে না করেন, তবে প্রতি মাসে একবার। আর যদি তা-ও না পারেন, তবে জীবনে একবার।

যখন দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদ পড়ার জন্য বসবেন তখন আগে ওই তাসবিহ ১০ বার পড়বেন, তারপর তাশাহুদ পড়বেন। তাশাহুদের পর তাসবিহ পড়বেন না। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠবেন। অতঃপর তৃতীয় রাকাত ও চতুর্থ রাকাতেও উক্ত নিয়মে ওই তাসবিহ

কোনো এক ছানে ওই তাসবিহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই শ্বরণ আসুক, সেখানে তথাকার সংখ্যার সঙ্গে এই ভূলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নেবেন। আর এই নামাজে কোনো কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সিজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে ওই তাসবিহ পাঠ করতে হবে না। তাসবিহর সংখ্যা শ্বরণ রাখার জন্য আঙ্জলের কর গণনা করা যাবে না. তবে আঙল চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে। (সূত্র : আবু দাউদ, হাদিস : ১২৯৭; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮৭; সহিহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস : ১২১৬; সুনানে বায়হাকি কুবরা, হাদিস : ৪৬৯৫)

এই হাদিসকে যারা সহিহ বলেছেন তারা হলেন: ইমাম আবু দাউদ ্ হাদিস : ১২৯৭, (ইমাম আবু দাউদ হাদিস বলে চুপ থাকলে সেটি তাঁর কাছে সহিহ। ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, এর সনদটি হাসান। (আল-খিছাল: ১/৪১), শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহ.) বলেছেন, হাদিসটি সহিহ। (সহিহুল জামে, হাদিস: ৭৯৩৭)

<u>বি. দ্র.:</u> সালাতুত তাসবিহ পড়ার আরও একটি নিয়ম রয়েছে। তবে উপরোল্লিখিত নিয়মটি সহজ ও উত্তম।

### (১৫) সূর্য গ্রহণের (কুসুফ) ও চন্দ্র গ্রহণের (খুসুফ) নামাযের পদ্ধতি:

#### সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের গুরুতু:

আবু মাসউদ আল-আনসারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে দুইটি নিদর্শন। এ দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ্ বান্দাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেন। কোন মানুষের মৃত্যুর কারণে এ দুটোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা এ পরিছিতি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করবে এবং দোয়া করতে থাকবে।"।[সহিহ বুখারী (১০৪১) ও সহিহ মুসলিম(৯১১)]

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীতসন্ত্রন্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন; তিনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন। এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহকারে নামায আদায় করলেন। আর তিনি বললেন: এগুলো হল আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নিদর্শন; এগুলো কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে ঘটে না। বরং আল্লাহ তাআলা এর দারা তাঁর বান্দাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহ্বল অবস্থায় আল্লাহর যিকির, দু'আ ও ইন্তিগফারে মগ্ন হবে।"।[সহিহ বুখারী (১০৫৯) ও সহিহ মুসলিম (৯১২)]

#### সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের পদ্ধতি হল:

তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলবে। সানা পড়বে। এরপর আউয়বিল্লাহ পড়ে সুরা ফাতিহা পড়বে। তারপর দীর্ঘ তেলাওয়াত করবে। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকু করবে। এরপর রুকু থেকে উঠে 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে এবং দীর্ঘ তেলাওয়াত করবে; তবে পরিমাণে প্রথম রাকাতের তেলাওয়াতের চেয়ে কম। এরপর দ্বিতীয়বার রুকু করবে এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকরে; তবে প্রথম রুকুর চেয়ে কম সময়। এরপর রুকু থেকে উঠে 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর দীর্ঘ দুইটি সেজদা করবে এবং দুই সেজদার মাঝখানেও দীর্ঘসময় বসে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>- https://www.dhakapost.com/religion/89133

দাঁড়াবে এবং প্রথম রাকাতের মত দুই রুকুসহ আদায় করবে। কিন্তু, সবকিছুর দীর্ঘতা প্রথম রাকাতের চেয়ে কম হবে। এরপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।[দেখুন: ইবনে কুদামার রচিত 'আল-মুগনি' (৩/৩২৩), নববীর রচিত 'আল-মাজুম' (৫/৪৮)।

এই পদ্ধতির প্রমাণ রয়েছে আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসে যা ইমাম বুখারী (১০৪৬) ও ইমাম মুসলিম (২১২৯) সংকলন করেছেন। নবী সাল্লালাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী সাল্লালাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যহাহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন: লোকেরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হল। তিনি তাকবীর দিলেন (আল্লাছ আকবার বললেন)। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেলাওয়াত করলেন। এরপর তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। এরপর 'সামি'আল্লাছ লিমান হামিদাহ' বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ তেলাওয়াত করলেন। তবে তা প্রথম তেলাওয়াতের চেয়ে কম ছিল। তারপর তিনি 'আল্লাছ আকবার' বলে দীর্ঘ একটি রুকু করলেন; তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম ছিল। তারপর তিনি 'সামি'আল্লাছ লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বললেন। এরপর সিজদা করলেন। অতঃপর তিনি পরবর্তী রাকাতেও অনুরূপ করলেন। এভাবে চার সিজদা ও চার রুকু পূর্ণ করলেন।" আল্লাহই ভাল জানেন।

## (১৬) জাওয়াল নামাজ:

শরিয়তের পরিভাষায় জাওয়াল হলো দিনের তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভ, মধ্যাহোত্তর, অপরাহের সূচনা সময়; দিনের মধ্যভাগে বা দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যায়। এটি মূলত মধ্যদিনের সিজদা ও নামাজ নিষিদ্ধ সময়ের পর জোহরের ওয়াক্তের সূচনাপর্ব। এ সময় যে নফল নামাজ আদায় করা হয়, তাকে জাওয়ালের নামাজ বলা হয়।

### (১৭) সালাতুত তাওবা:

সালাতুত তাওবা বিষয়টি আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদসহ অনেক এছেই রয়েছে। কোনো গোনাহ হয়ে গেলে; দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে, তাওবা ইম্গিফার করে, দরুদ শরিফ পড়ে কান্নাকাটিসহ আল্লাহর কাছে দোয়া ও মোনাজাত করলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। এই নামাজকে সালাতুত তাওবা বা তাওবার নামাজ বলা হয়।

#### (১৮) সালাতুল নাউম:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শোয়ার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ে, তা তার জন্য এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদা) ও এক হাজার জামাকাপড় (পোশাক) দান করার চেয়ে উত্তম।

## (১৯) সালাতুল সাকরাতুল মউত:

্রাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে দুই রাকাত নামাজ পড়বে; তার মৃত্যুযন্ত্রণা কম হবে। (সূত্র: ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, খাজিনাতুল আসরার, নফল সালাতের ফজিলত)।

#### (২০) সালাতুল ফাকা:

হজরত হুসাঈন (রা.) পুত্র আলী (রা.) কে বলেন, বত্স! শোনো, যখন তোমার ওপর কোনো বালা-মুসিবত আপতিত হয় অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তুমি চার রাকাত নফল নামাজ পড়বে। আলী ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ ও অভাব দূর করবেন।

# (২১) <u>অন্যান্য সালাত</u>:

এ ছাড়া রয়েছে আরও কিছু অনির্ধারিত নফল নামাজ। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ ছাড়া বাকি সব নামাজকেই নফল নামাজ বলা হয়। (কিতাবুস সালাত)।

#### (২২) পাঁচ ওয়াক্ত নফল নামাজ:

মুসলমান হিসেবে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়তে হয়। কিন্তু এমন কিছু নফল নামাজ আছে, যা পড়লে উভয় জাহানে ব্যাপক কল্যাণ সাধন হয়। এসব নফল নামাজ পাঁচ ওয়াক্তে পড়তে হয়। এগুলো হচ্ছে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল ও আউওয়াবিন।

## <u>নফল নামাজের নি</u>ষিদ্ধ সময়:

সূর্যোদয়ের সময় সব নামাজ নিষিদ্ধ, সূর্য মাখার ওপর স্থির থাকা অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমি, সূর্যাম্পের সময় চলমান আসর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ বৈধ নয়। এ ছাড়া ফজর নামাজের ওয়াক্ত হলে তখন থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর ওয়াক্তে ফরজ নামাজ পড়া হলে তখন থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত কোনো ধরনের নফল নামাজ পড়া নিষেধ। এই পাঁচটি সময় বাদে অন্য যেকোনো সময় নফল নামাজ পড়া যায়। (আওকাতুস সালাত)।

#### নফল নামাজের নিয়তঃ

নফল নামাজগুলো অধিকাংশই সুন্নত। তাই নিয়তে সুন্নত বলা যাবে, নফল বললেও হবে; সুন্নতুনফল কোনো কিছু না বলে শুধু তাকবিরে তাহরিমা দিয়ে আরম্ভ করলেও হয়ে যাবে। দুই রাকাতের বেশি নফল নামাজের নিয়ত করে তা ছেড়ে দিলে বা যেকোনো জোড় সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পর বিজোড় সংখ্যায় নফল নামাজ ভেঙে গেলে; পরে এ জন্য শুধু দুই রাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। (হিদায়া)

## নফল নামাজের সূরা কিরাআত:

নফল নামাজ যেকোনো সূরা বা আয়াত দিয়ে পড়া যায়। নফল নামাজে সূরার তারতিব বা ধারাক্রম জরুরি নয়। নফল নামাজের সূরা কিরাআত নীরবে পড়তে হয়; তবে রাতের নফল নামাজ ইচ্ছা করলে সরবেও পড়া যায়। বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন নফল নামাজের বিভিন্ন সূরা কিরাআত ও

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>- https://islamqa.info/bn/answers/

বিশেষ বিশেষ নিয়ম বর্ণিত আছে। সম্ভব হলে তা অনুসরণ করা উত্তম; তবে জরুরি নয়। নফল নামাজে যত ইচ্ছা তত দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করা যায়। এতে রাকাত দীর্ঘ করার জন্য এবং তিলাওয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য একই রাকাতে বিভিন্ন সূরা ও বিভিন্ন আয়াত পড়া যায় এবং একই রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া যায়। নফল নামাজে কিরাআতে তিলাওয়াতের তারতিব বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি নয়। নফল নামাজে রুকু, সিজদাসহ প্রতিটি রুকন বা পর্ব দীর্ঘায়িত করা সুন্নত ও মোদ্ভাহাব। এ জন্য রুকু ও সিজদায় তাসবিহ অনেকবার পড়া যায় এবং অন্যান্য পর্বে বিশি পরিমাণে বিভিন্ন দোয়া (যা কোরআন-হাদিসে আছে) পাঠ করা যায়। (কানজ)

বি: দ্র: উল্লিখিত আলোচনাটির মধ্য থেকে ১৭ নম্বর্রটি ছাড়া বাকী আলোচনা (১-১৬) নামাজগুলি নেওয়া হয়েছে: মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী: যুগা মহাসচিব: বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।

# Session# 12:

Review on the whole syllabus of the course.

(Practical work: Review on the whole syllabus of the course)

Session# 13-14:

Session: 13 & 14 – Viva Voce: (Practical work)